S.S
2018

ঈশোপনিষৎ

(শাঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ ও তাৎপর্য সমন্বিত)

অনুবাদক স্বামী জুষ্টানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

শুক্লযজুর্বেদীয়
বাজসনেয়-সংহিতোপনিষৎ
বা
ঈশোপনিষৎ

ঈশোপনিষৎ

অনুবাদক

স্বামী জুষ্টানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০০০৩
E-mail : info@udbodhan.org

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ ১৩৯৯

অষ্টম পুনর্মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪২৩
February 2017
1M1C

ISBN 81-8040-193-6

অক্ষর বিন্যাস
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

মত পথের দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট জগতে উপনিষদের বাণীর মধ্যেই সমন্বয়সূত্রটি খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব। সেইজন্যই যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ উপনিষদের বহুল প্রচারের উপর এত গুরুত্ব দিয়াছেন। মনীষী ভিণ্টারনিস্ বলেন "জাতি বিশেষের সাহিত্য কেবল ঐ জাতির স্বকীয় চিন্তায় পূর্ণ। তন্মধ্যে কেবল উপনিষদ্গুলিই বিশ্বজনীন সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে।" সেইজন্যই উপনিষদের আবেদন চিরন্তন।

উপনিষদে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম এবং অধিকারিভেদে বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই বিভিন্ন তত্ত্বের সামঞ্জস্য যে অদ্বৈতবাদে নিহিত, এ-বিষয় লক্ষ্য করিয়া আচার্য গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্য কারিকায় (অদ্বৈত প্রকরণ ১৭) বলিয়াছেন,

"স্বসিদ্ধান্তব্যবস্থাসু দ্বৈতিনো নিশ্চিতা দৃঢ়ম্ ।
পরস্পরং বিরুদ্ধ্যন্তে তৈরয়ং ন বিরুদ্ধ্যতে ।।"

আচার্য শঙ্কর তাই অদ্বৈতবাদ অবলম্বনে উপনিষদের মূল সুরটি রক্ষা করিয়া উপনিষদ্সমূহের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

স্বামী জুষ্টানন্দের ঈশোপনিষৎ ভাষ্যের এই বঙ্গানুবাদ মূলানুসারী ও সরল এবং ভাষ্য তাৎপর্য সংযুক্ত হওয়াতে ভাষ্যের মর্ম গ্রহণে সুবিধা হইবে বলিয়া আশা করিতেছি। ঐক্যের সন্ধানে অনৈক্য বিদূরিত হইয়া শান্তি বিরাজিত হউক — ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণচরণে প্রার্থনা।

ভূমিকা

ঈশোপনিষৎ শুক্লযজুর্বেদীয় বাজসনেয়-সংহিতার শেষ অধ্যায়। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের অপর নাম বাজসনি। তাঁহার অধীত বলিয়া এই বেদসংহিতার অন্য নাম বাজসনেয় সংহিতা। সাধারণতঃ সকল উপনিষদ্‌ই কোন বেদের ব্রাহ্মণ অথবা আরণ্যকের অংশ হইয়া থাকে। কিন্তু এই ঈশোপনিষৎ হইতেছে বেদের সংহিতার অংশ।

১ম মন্ত্রে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের চরম সাধনের সংবাদ কথিত হইয়াছে। আর যাহারা এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে সমর্থ নয় তাহাদের জন্য শ্রুতি ২য় মন্ত্রে শাস্ত্রীয় কর্ম করিয়াই সৎভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কর্মনিষ্ঠালব্ধ ফল হইতে জন্মমৃত্যুর হাত এড়ানো যায় না এই কথা ৩য় মন্ত্রে বলিয়া আত্মজ্ঞান হইতেই যে মুক্তি এই কথা বুঝাইবার জন্য ৪র্থ হইতে ৮ম, এই মাত্র ৫টি মন্ত্রে আত্মতত্ত্ব ও আত্মজ্ঞের অতি সুন্দর বর্ণনা করিলেন। অতঃপর পরবর্তী ৯ম হইতে ১৮শ মন্ত্র পর্যন্ত আত্মতত্ত্বের বিপরীত কর্মনিষ্ঠের সাধ্যসাধনতত্ত্ব বর্ণনায় গ্রন্থের সমাপ্তি। ভাষ্যের মর্মগ্রহণে সুবিধা হইবে মনে করিয়া মূলমন্ত্র ও ভাষ্যানুবাদের সহিত ভাষ্য-তাৎপর্য প্রদত্ত হইল।

ইতি
জুষ্টানন্দ

ঈশোপনিষৎ

শান্তিপাঠ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

অদঃ (কারণাত্মক পরোক্ষ ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ)। ইদং (কার্যাত্মক অপরোক্ষ ব্রহ্ম) পূর্ণম্ (পূর্ণ) [কারণ জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্মই] । পূর্ণাৎ (কারণাত্মক ব্রহ্ম হইতে) পূর্ণম্ (কার্যাত্মক ব্রহ্ম) উদচ্যতে (উদ্‌গত হন)। [প্রলয়কালে] পূর্ণস্য (কার্যাত্মক ব্রহ্মের) পূর্ণম্ (পূর্ণত্ব) আদায় (গ্রহণ করিয়া) পূর্ণমেব (কারণাত্মক ব্রহ্মই) অবশিষ্যতে (অবশিষ্ট থাকেন) [অর্থাৎ কারণাত্মক ব্রহ্মে কার্যপ্রপঞ্চের বিলয় হইলে সেই কারণে কোন বিক্রিয়া হয় না যেভাবে সর্প রজ্জুতে বিলীন হইলে রজ্জুর কোন পরিবর্তন হয় না]।

মূলানুবাদ ঃ ঐ পরব্রহ্ম পূর্ণ, এই সোপাধিক ব্রহ্মও পূর্ণ। ঐ পূর্ণ হইতে এই পূর্ণ উদ্‌গত হন। [প্রলয়কালে] কার্যাত্মক ব্রহ্মের পূর্ণত্ব গ্রহণ করিয়া পূর্ণই [পরব্রহ্ম] অবশিষ্ট থাকেন ।

ত্রিবিধ বিঘ্নের শান্তি হউক ।

ভাষ্য-ভূমিকা

ঈশা বাস্যমিত্যাদয়ো মন্ত্রাঃ কর্মস্ববিনিযুক্তাঃ, তেষামকর্মশেষস্যাত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশকত্বাৎ। যাথাত্ম্যং চাত্মনঃ শুদ্ধত্বাপাপবিদ্ধত্বৈকত্বনিত্যত্বাশরীরত্ব-সর্বগতত্বাদি বক্ষ্যমাণম্। তচ্চ কর্মণা বিরুধ্যেত, ইতি যুক্ত এবৈষাং কর্মস্ববিনিয়োগঃ। নহ্যেবংলক্ষণমাত্মনো যাথাত্ম্যমুৎপাদ্যং বিকার্যমাপ্যং সংস্কার্যং কর্তৃভোক্তৃরূপং বা, যেন কর্মশেষতা স্যাৎ। সর্বাসামুপনিষদাম্ আত্মযাথাত্ম্যনিরূপণেনৈবোপক্ষয়াৎ *। গীতানাং মোক্ষধর্মাণাং চৈবংপরত্বাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনেকত্বকর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি চাশুদ্ধত্ব-পাপবিদ্ধত্বাদি চোপাদায় লোকবুদ্ধিসিদ্ধকর্মাণি বিহিতানি। যো হি কর্মফলেনার্থী দৃষ্টেন ব্রহ্মবর্চসাদিনা, অদৃষ্টেন স্বর্গাদিনা চ, দ্বিজাতিরহং ন কাণকুব্জত্বাদ্যনধিকার- প্রয়োজকধর্মবানিতি আত্মানং মন্যতে, সোঽধিক্রিয়তে কর্মসু, ইতি হ্যধিকারবিদো বদন্তি। তস্মাদেতে মন্ত্রা আত্মনো যাথাত্ম্যপ্রকাশনেনাত্মবিষয়ং স্বাভাবিকমজ্ঞানং নিবর্তয়ন্তঃ শোকমোহাদি-সংসারধর্মবিচ্ছিত্তিসাধনম্ আত্মৈকত্বাদিবিজ্ঞানমুৎপাদয়ন্তি। ইত্যেবমুক্তাধিকার্যভিধেয়সম্বন্ধপ্রয়োজনান্ মন্ত্রান্ সংক্ষেপতো ব্যাখ্যাস্যামঃ।

ভাষ্যানুবাদ ঃ 'ঈশা বাস্যম্' প্রভৃতি [৮ম মন্ত্র পর্যন্ত] মন্ত্রসকল কর্মে প্রযুক্ত হয় না, কারণ মন্ত্রগুলি কর্মের অঙ্গ নয় এমন আত্মার স্বরূপ প্রকাশ করে বলিয়া। ইহা পরে [৮ম মন্ত্রে] বলা হইবে যে, আত্মার যথার্থ স্বরূপ হইতেছে শুদ্ধত্ব, অপাপবিদ্ধত্ব, একত্ব, নিত্যত্ব, অশরীরত্ব, সর্বগতত্ব। তাহা (অর্থাৎ এই স্বরূপ) কর্মের বিরুদ্ধ; অতএব কর্মসকলে ইহাদের (মন্ত্রগুলির) অবিনিয়োগ (অপ্রয়োগ) যুক্তিযুক্তই। যেহেতু আত্মার এই প্রকার লক্ষণযুক্ত যথার্থ স্বরূপ উৎপাদ্য, বিকার্য, আপ্য, সংস্কার্য কিংবা কর্তৃভোক্তৃরূপ নহে, যাহাতে [এই মন্ত্রগুলি] কর্মের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ হইতে পারে, কেননা সমস্ত মন্ত্রগুলিই আত্মার যথার্থ স্বরূপ নিরূপণেই পরিসমাপ্তি হইয়াছে। আর গীতা এবং [মহাভারতের] মোক্ষধর্মেরও ইহাতেই

---

*"ঈশা বাস্যমিত্যুপক্রম্য স পর্যগাচ্ছুক্রমিত্যুপসংহারাদনেজদেকং তদন্তরস্য সর্বস্যেত্যভ্যাসদর্শনান্নৈনদেবা আপ্নুবন্নিত্যপূর্বতাসংকীর্তনাৎ কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যত ইতি ফলবত্তাসংকীর্তনাৎকুর্বন্নেবেহেতি জিজীবিষীভেদদর্শিনঃ কর্মকরণানুবাদেনাসুর্যা নাম ত ইতি নিন্দয়ৈকাত্ম্যদর্শনস্য স্তুতত্বাত্তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতীতি যুক্ত্যভিধানাচ্চাস্যাস্তাবদুপনিষদ ঐকাত্ম্যতাৎপর্যং দৃশ্যতে" — **আনন্দগিরি।**

[আত্মস্বরূপ নিরূপণেতেই] তাৎপর্য। [তবে যেহেতু সকলে জ্ঞাননিষ্ঠ নয়] সেইজন্য অবিবেকী লোকের দৃঢ়বুদ্ধি অনুসারে আত্মার অনেকত্ব কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব তথা অশুদ্ধত্ব এবং পাপময়ত্ব গ্রহণ করিয়া [পরবর্তী ১০টি মন্ত্রে] কর্মসমূহ বিধান করা হইয়াছে। [জৈমিনি প্রভৃতি] কর্মাধিকারতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মতেজাদি দৃষ্ট ও স্বর্গাদি অদৃষ্ট কর্মফলের প্রার্থী এবং 'আমি দ্বিজাতি তথা কর্মের অনধিকারসূচক কাণত্বকুব্জত্বাদি ধর্মবান নহি' এইরূপ নিজেকে মনে করে, সেই ব্যক্তি কর্মে অধিকারি হয়। [কাজেই ১ম মন্ত্র কয়টি কর্মে বিনিযুক্ত হয় না] কারণ এই মন্ত্রসকল আত্মার [পরোক্ষ জ্ঞানের] যথার্থ স্বরূপ বর্ণনপূর্বক আত্মবিষয়ক স্বাভাবিক অজ্ঞান নিবর্তনের হেতুভূত শোকমোহাদি সংসার ধর্মের [ফলতঃ কর্মেরও] উচ্ছেদকারি আত্মৈকত্ব-বিজ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব এই প্রকার [উভয়বিধ] উপরোল্লিখিত অধিকারি, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনবিশিষ্ট মন্ত্রসকলকে আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিব।

তাৎপর্য ঃ শুক্লযজুঃ সংহিতার মোট চল্লিশটি অধ্যায়ের প্রথম ঊনচল্লিশ অধ্যায়ে কর্মকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়সকলে উল্লিখিত মন্ত্রগুলির দর্শপৌর্ণমাস হইতে অশ্বমেধযজ্ঞ পর্যন্ত বিবিধ কর্মে প্রয়োগ অর্থাৎ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কর্মের উপকারক হিসাবে প্রযুক্ত মন্ত্রকে কর্মের শেষ অর্থাৎ অঙ্গ বলা হয়। কাজেই এই ঊনচল্লিশ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলি কর্মাঙ্গ বা কর্মশেষ। এখন পূর্বপক্ষীয় কেহ কেহ মনে করেন যে, উক্ত সংহিতার অন্তিম চত্বারিংশ অধ্যায় অর্থাৎ ঈশোপনিষদের 'ঈশা বাস্যম্' ইত্যাদি ১ম মন্ত্রগুলির কোন বিশেষ কর্মে বিনিয়োগ যদিও সাক্ষাৎভাবে ব্রাহ্মণাদিগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, তথাপি অর্থানুসারে তাহাদের কর্মে বিনিয়োগ হয়। কারণ যাগাদি-অনুষ্ঠানকালে পদার্থের স্মরণের হেতুরূপে মন্ত্রের উপযোগিতা অর্থাৎ কর্মের অনুষ্ঠানকালে কি কি করণীয় তাহা স্মরণ করাইয়া দেওয়াই মন্ত্রের কার্য। অতএব যেহেতু 'ঈশা বাস্যম্' প্রভৃতি মন্ত্র, কাজেই ১ম মন্ত্রগুলিও কর্মশেষ বা কর্মাঙ্গ।

পূর্বপক্ষীদের এই প্রকার বক্তব্য খণ্ডন করিতে ভাষ্যকার বলেন যে, এই মন্ত্রগুলিতে আত্মস্বরূপই নিরূপিত হইয়াছে। কর্মের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই। কাজেই 'ঈশা বাস্যম্' ইত্যাদি ১ম মন্ত্রসকল কর্মে বিনিয়োগ প্রাপ্ত অর্থাৎ প্রযুক্ত হয় না। অধিকন্তু সর্বব্যাপী, শুদ্ধ, অশরীর, এক, নিত্য ইত্যাদিরূপে এই মন্ত্রসকলে আত্মার যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।

আর কর্মের অঙ্গ উৎপাদ্য, বিকার্য, প্রাপ্য ও সংস্কার্য হয়। যথা যজ্ঞীয় পুরোডাশ প্রভৃতি উৎপাদ্য, সোমলতা পেষণ করিয়া প্রাপ্ত যজ্ঞীয় সোমরস বিকার্য, অধ্যয়ন সহায়ে প্রাপ্ত যজ্ঞীয় মন্ত্রাদি প্রাপ্য ও প্রোক্ষণাদির দ্বারা সংস্কার উৎপাদন হয় বলিয়া যজ্ঞীয় ব্রীহি

আদি সংস্কার্য। আত্মা নিত্য বলিয়া উৎপাদ্য বা বিকার্য নয়, নিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া প্রাপ্য নয় এবং নির্গুণ বলিয়া সংস্কার্যও নয়। কাজেই এই ১ম মন্ত্রগুলি কর্মানুষ্ঠানের শেষতা বা অঙ্গতা প্রাপ্ত হয় না। ষড়্‌বিধলিঙ্গের সাহায্যেও প্রতিপন্ন হয় যে, আত্মস্বরূপ নির্ণয়েতেই এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য নিহিত। এই তত্ত্বের দৃঢ়তার জন্য অনুরূপ তাৎপর্য সমর্থক শাস্ত্র শ্রীমদ্‌ভগবদ্-গীতা ও মহাভারতের মোক্ষধর্ম প্রকরণের উল্লেখ করা যায়।

এখন আত্মার নিত্যত্বশুদ্ধত্বাদি স্বরূপ হইলেও অনাদি-অবিদ্যাজন্য আত্মাতে অনেকত্ব, অনিত্যত্ব এই প্রকার বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য পরবর্তী ১০টি মন্ত্র বিহিত হইয়াছে। যাহাদের আত্মবিষয়ে অনেকত্বাদি ধারণা অত্যন্ত দৃঢ় তাহাদিগকে আত্মার যথার্থ স্বরূপের উপদেশ দান করিলেও সেই জ্ঞান তাহাদের অন্তঃকরণে প্রতিভাত হয় না। কাজেই কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধ্যাদির ফলে আত্মোপদেশ ফলপ্রসূ হয়। সেইজন্য অন্তিমে কর্মতত্ত্ব বিহিত হইয়াছে। জৈমিনি, শবরস্বামী প্রভৃতি বৈদিককর্মে অধিকারতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, ত্রৈবর্ণিক ভিন্ন অন্য ও বিকলাঙ্গ পুরুষ বৈদিককর্মে অনধিকারি এবং যিনি কর্মফলে প্রার্থী নন তিনিও সেই কর্মে অধিকারি হন না। পক্ষান্তরে যিনি ইহলৌকিক ব্রহ্মতেজরূপ ফল এবং জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞজনিত পারলৌকিক অদৃষ্টফলরূপ স্বর্গাদি কামনা করেন ও যিনি দ্বিজাতি এবং কাণকুব্জঅন্ধাদি নহেন বলিয়া অধিকার-বিরোধী দোষবিহীন তিনিই বৈদিক কর্মে অধিকারি হইয়া থাকেন । কাজেই দেখা যাইতেছে যে, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের অধিকারি পৃথক। যাহা হউক, এই উপনিষৎ উভয়বিধ জ্ঞান ও কর্মনিষ্ঠার অধিকারি, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন বিশিষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যার যোগ্য।

ঈশোপনিষৎ

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ॥ ১॥

অন্বয় ঃ জগত্যাং (ব্রহ্মাণ্ডে) যৎকিঞ্চ (যাহা কিছু) জগৎ (দেহসমূহ) ইদং সর্বম্ (এই সমস্ত) ঈশা (পরমেশ্বরের দ্বারা) বাস্যম্ (আচ্ছাদনীয়)। তেন (সেই হেতু) ত্যক্তেন (ত্যাগের দ্বারা) ভুঞ্জীথাঃ (পালন করিবে), কস্যস্বিৎ (কাহারও) ধনম্ (ধন) মা গৃধঃ (আকাঙ্ক্ষা করিও না)॥১॥

মূলানুবাদ ঃ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু অনিত্য শরীর সমূহ আছে, এই সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিবে । সেই হেতু ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন করিবে। এবং কাহারও ধন আকাঙ্ক্ষা করিবে না ॥ ১॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ ঈশা—ঈষ্টে ইতীট্, তেন—ঈশা । ঈশিতা পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা সর্বস্য। স হি সর্বমীষ্টে সর্বজন্তূনামাত্মা সন্ প্রত্যগাত্মতয়া, তেন স্বেন রূপেণ আত্মনা ঈশা বাস্যমাচ্ছাদনীয়ম্। কিম্? ইদং সর্বং যৎ কিঞ্চ, যৎ কিঞ্চিৎ জগত্যাং পৃথিব্যাং জগৎ, তৎ সর্বং স্বেন আত্মনা ঈশেন, প্রত্যগাত্মতয়া অহমেবেদং সর্বমিতি পরমার্থসত্যরূপেণানৃতমিদং সর্বং চরাচরমাচ্ছাদনীয়ং স্বেন পরমাত্মনা ।

যথা চন্দনাগর্বাদেরুদকাদিসম্বন্ধজ-ক্লেদাদিজমৌপাধিকং দৌর্গন্ধ্যং তৎ-স্বরূপনিঘর্ষণেন আচ্ছাদ্যতে স্বেন পারমার্থিকেন গন্ধেন, তদ্বদেব হি স্বাত্মন্যধ্যস্তং স্বাভাবিকং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিলক্ষণং জগৎ—দ্বৈতরূপং জগত্যাং পৃথিব্যাম্; জগত্যামিত্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ সর্বমেব নামরূপকর্মাখ্যং বিকারজাতং পরমার্থ-সত্যাত্ম-ভাবনয়া ত্যক্তং স্যাৎ।

এবমীশ্বরাত্মভাবনয়া যুক্তস্য পুত্রাদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাস এবাধিকারো ন কর্মসু। তেন ত্যক্তেন ত্যাগেনেত্যর্থঃ। ন হি ত্যক্তো মৃতঃ পুত্রো বা ভৃত্যো বা আত্ম-সম্বন্ধিতাভাবাদাত্মানং পালয়তি, অতস্ত্যাগেনেত্যয়মেব বেদার্থঃ। ভুঞ্জীথাঃ পালয়েথাঃ ।

এবং ত্যক্তৈষণস্ত্বং মা গৃধঃ গৃধিমাকাঙ্ক্ষাং মা কার্ষীর্ধনবিষয়াম্। কস্যস্বিৎ ধনং কস্যচিৎ পরস্য স্বস্য বা ধনং মা কাঙ্ক্ষীরিত্যর্থঃ ।স্বিদিত্যনর্থকো নিপাতঃ। অথবা মা গৃধঃ। কস্মাৎ? কস্যস্বিৎ ধনমিত্যাক্ষেপার্থঃ ।ন কস্যচিৎ ধনমস্তি, যদ্ গৃধ্যেত; আত্মৈবেদং সর্বম্ ইতীশ্বরভাবনয়া সর্বং ত্যক্তম্, অত আত্মন এবেদং সর্বমাত্মৈব চ সর্বমতো মিথ্যাবিষয়াং গৃধিং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ ।।১।।

ভাষ্যানুবাদ ঃ ঈশা শব্দার্থ—যিনি শাসন বা নিয়ন্ত্রিত করেন তিনি ঈট্, তাঁহার দ্বারা ঈশা। সকলের নিয়ন্ত্রণকারী পরমেশ্বরই পরমাত্মা। তিনি সর্বজীবের আত্মা হইয়া অন্তর্যামিরূপে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন ।সেই স্বীয় আত্মস্বরূপ নিয়ন্তার দ্বারা বাস্যম্ অর্থাৎ আচ্ছাদিত করিবে। কি [আচ্ছাদিত করিবে]? এইসব যাহা কিছু জগতীতে অর্থাৎ পৃথিবীতে (নশ্বর শরীরসমূহ) আছে সেই সমস্তকেই নিজ আত্মা নিয়ন্তার দ্বারা — অন্তর্যামিরূপে এই সমস্তই আমি— এইভাবে জানিয়া পরমার্থ সত্যস্বরূপ স্বীয় পরমাত্মা দ্বারা এই সমস্ত মিথ্যাভূত স্থাবর জঙ্গম দেহকে আচ্ছাদন করিবে ।

যেমন চন্দন অগুরু প্রভৃতির জলাদিসংস্পর্শে ক্লেদাদিজনিত ঔপাধিক দুর্গন্ধ, তাহার (চন্দনাদির) স্বরূপঘর্ষণে নিজ স্বাভাবিক গন্ধের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায়, সেই প্রকার নিজ আত্মাতে আরোপিত স্বাভাবিক অর্থাৎ অবিদ্যা কার্য * কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি লক্ষণযুক্ত দ্বৈতরূপ শরীর, জগতীতে অর্থাৎ পৃথিবীতে — জগত্যাম্ এই শব্দ [স্থাবর জঙ্গম সকলের] উপলক্ষণার্থক বলিয়া নামরূপকর্মাত্মক সমস্ত বিকারাত্মক দেহাদি এই পরমার্থ সত্যস্বরূপ আত্মচিন্তা দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া যায়।

এই প্রকার নিয়ন্তাই [চরাচর দেহাদির] মূলসত্তা এই ভাবনাযুক্ত ব্যক্তির পুত্রাদি এষণাত্রয়ের ত্যাগেই অধিকার— কর্মে নহে। সেইহেতু ত্যক্তেন অর্থ [কর্ম]

---

* 'স্বভাবোঽনাদিরবিদ্যা, তৎকার্যং স্বাভাবিকম্' — আনন্দগিরি।

ত্যাগের দ্বারা [আত্মার পালন করিবে]। যেহেতু ত্যক্ত [মানে পরিত্যক্ত অর্থ হইলে] মৃত পুত্র বা ভৃত্য নিজের সহিত সম্বন্ধের অভাবজন্য [কাহারও] নিজের পালক হয় না। অতএব [ত্যক্তেন মানে কর্ম] ত্যাগের দ্বারা ইহাই শ্রুতির অর্থ। [আত্মানুভব অর্থে আত্মনেপদী প্রয়োগজন্য] ভুঞ্জীথাঃ শব্দের অর্থ পালন করিবে।

এই প্রকার এষণারহিত হইয়া তুমি লোভ অর্থাৎ ধনবিষয়ক আকাঙ্ক্ষা করিও না। কাহারও ধনের অর্থাৎ নিজের বা পরের কাহারও ধনের আকাঙ্ক্ষা করিও না। স্বিৎ শব্দটি অর্থহীন নিপাত মাত্র।

অথবা আকাঙ্ক্ষা করিতে পার না। { সংশয় } কেন? { উত্তর } কাহার ধন? — এই প্রকার ইহার আক্ষেপসূচক অর্থও হয় অর্থাৎ ধন কাহারও নাই যে আকাঙ্ক্ষা করিবে। [কারণ] এই সবই আত্মা— এই প্রকার নিয়ন্তার ভাবনার দ্বারা [নামরূপাত্মক দেহাদি] সবই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। অতএব এই সব আত্মার, সবকিছু আত্মাই [অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত দেহাদির সত্তাই নাই]। অতএব মিথ্যাপদার্থ বিষয়ক আকাঙ্ক্ষা করিও না — ইহাই তাৎপর্য ॥ ১॥

তাৎপর্য ঃ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এই যাহা কিছু বিনশ্বর প্রাণিদেহ সেই সমস্তকেই পরমাত্মা দ্বারা আচ্ছাদন করিতে হইবে অর্থাৎ আচ্ছাদিত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে। কারণ অবিদ্যাকার্য মিথ্যা কাল্পনিক যে দ্বৈতরূপ শরীরভ্রম, তাহাকে জ্ঞানদৃষ্টির দ্বারাই নাশ করিতে হইবে। কেননা শরীর বলিয়া পারমার্থিকরূপে কোন কিছু তো নাই, দৃষ্টির অবিশুদ্ধির ফলেই তাহার সৃষ্টি। কাজেই পরমাত্মাই কেবল আছেন— এই প্রকার চিন্তনের ফলে দৃষ্টির বিশুদ্ধিবশতঃ আসক্তিনাশে দ্বৈতজগৎ লোপ পাইবে। যেমন স্বভাবতঃ সুরভিযুক্ত চন্দনকাষ্ঠাদিতে জলাদি সংস্পর্শবশতঃ উৎপন্ন ঔপাধিক দুর্গন্ধ, চন্দনাদির ঘর্ষণে অভিব্যক্ত স্বীয় প্রকৃত সুগন্ধের দ্বারা দূরীভূত হইয়া যায়; সেইরূপ সর্ববিকাররহিত আত্মাকে দেহরূপ-উপাধিজন্য অনেকত্ব অশুদ্ধত্ব ইত্যাদিরূপে উপলব্ধি হইলেও যদি অবিরত 'আত্মাই একমাত্র নিত্যসত্য', এইরূপ ভাবনার ফলে আত্মস্বরূপ অভিব্যক্ত হয় তবে আত্মাকে ঔপাধিক অনেকত্ব, অশুদ্ধত্ব ইত্যাদি ভ্রান্তিও অদৃশ্য হইয়া যায়। কাজেই 'আত্মাই সব' এই ভাবনার ফলে দৃষ্টির বিশুদ্ধি বা দ্বৈত ত্যাগের দ্বারাই আত্মার যথার্থ স্বরূপ রক্ষিত হইবে। ভোগের দ্বারা আত্মস্বরূপ রক্ষিত হইবে না কারণ ভোগের দ্বারা দেহাত্মবুদ্ধি হওয়াতে দৃষ্টির বিশুদ্ধি থাকিবে না। ফলে আত্মার স্বরূপজ্ঞানে নানা ভ্রমের উদয় হইবে। আর পরমাত্মাই একমাত্র আছেন এই চিন্তনের ফলে দ্বৈত, নামরূপাত্মক শরীরাদি মিথ্যা হইয়া যাওয়াতে, সেই মিথ্যা বস্তুকে আকাঙ্ক্ষা করিবার কোন যুক্তি থাকে না। এই প্রকার ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত জনের কর্মের উপকরণ কর্তা, কর্ম এবং ফলের অবলুপ্তি হেতু কর্ম সন্ন্যাসেই অধিকার থাকে॥ ১॥

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে ॥২॥

অন্বয় ঃ ইহ (জগতে) কর্মাণি (শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল) কুর্বন্ এব (করিয়াই) শতং (শত) সমা (বর্ষ) জিজীবিষেৎ (বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে)। এবং (এইপ্রকার) নরে (মনুষ্যত্বাভিমানী) ত্বয়ি (তোমাতে) ইতঃ (এইভাবে কর্মানুষ্ঠান ভিন্ন) অন্যথা (অন্য কোন পথ) ন অস্তি (নাই) [যাহাতে] কর্ম (অশুভ কর্ম) [তোমাতে] ন লিপ্যতে (লিপ্ত হইবে না)॥২॥

মূলানুবাদ ঃ এই জগতে শাস্ত্রবিহিত কর্মসকল করিয়াই শতবর্ষ অর্থাৎ যাবজ্জীবন বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে। এই প্রকার মনুষ্যত্বাভিমানী তোমার পক্ষে এইভাবে কর্মানুষ্ঠান ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই যাহাতে অশুভ কর্ম তোমাতে লিপ্ত হইবে না। ॥২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ এবমাত্মবিদঃ পুত্রাদ্যেষণাত্রয়-সন্ন্যাসেনাত্মজ্ঞাননিষ্ঠতয়া আত্মা রক্ষিতব্য ইত্যেষ বেদার্থঃ। অথেতরস্য অনাত্মজ্ঞতয়াত্মগ্রহণাশক্তস্য ইদমুপদিশতি মন্ত্রঃ—কুর্বন্নেবেতি। কুর্বন্ এব ইহ নির্বর্তয়ন্ এব কর্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি জিজীবিষেৎ জীবিতুমিচ্ছেৎ—শতং শতসংখ্যকাঃ সমাঃ সংবৎসরান্। তাবদ্ধি পুরুষস্য পরমায়ুর্নিরূপিতম্। তথা চ প্রাপ্তানুবাদেন যজ্জিজীবিষেচ্ছতং বর্ষাণি, তৎ কুর্বন্নেব কর্মাণি ইত্যেতদ্বিধীয়তে। এবম্—এবম্প্রকারেণ ত্বয়ি জিজীবিষতি নরে নরমাত্রাভিমানিনি, ইতঃ এতস্মাদগ্নিহোত্রাদীনি কর্মাণি কুর্বতো বর্তমানাৎ প্রকারাদন্যথা প্রকারান্তরং নাস্তি, যেন প্রকারেণ অশুভং কর্ম ন লিপ্যতে ; কর্মণা ন লিপ্যস ইত্যর্থঃ। অতঃ শাস্ত্রবিহিতানি কর্মাণ্যগ্নিহোত্রাদীনি কুর্বন্নেব জিজীবিষেৎ।

কথং পুনরিদমবগম্যতে—পূর্বেণ মন্ত্রেণ সন্ন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা, দ্বিতীয়েন তদশক্তস্য কর্মনিষ্ঠেতি? উচ্যতে—জ্ঞানকর্মণোর্বিরোধং পর্বতবদ-কম্প্যং যথোক্তং না স্মরসি কিম্ ? ইহাপ্যুক্তম্—যো হি জিজীবিষেৎ, স কর্মাণি কুর্বন্নেব ইতি। ''ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্'', ''তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্'' ইতি চ । ''ন জীবিতে মরণে বা গৃধিং কুর্বীতারণ্যমিয়াৎ'' ইতি চ পদম্। ''ততো ন পুনরিয়াৎ'' ইতি সন্ন্যাসশাসনাৎ।

উভয়োঃ ফলভেদঞ্চ বক্ষ্যতি—'ইমৌ দ্বাবেব পন্থানাবনুনিষ্ক্রান্ততরৌ

ভবতঃ — ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ, সন্ন্যাসশ্চোত্তরেণ নিবৃত্তিমার্গেণ এষণাত্রয়স্য ত্যাগঃ।" তয়োঃ সন্ন্যাসপথ এবাতিরেচয়তি—"ন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইতি চ তৈত্তিরীয়কে। "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্মো নিবৃত্তশ্চ বিভাবিতঃ।।" (মহাঃ শাঃ ২৪১। ৬) ইত্যাদি পুত্রায় বিচার্য নিশ্চিতমুক্তং ব্যাসেন বেদাচার্যেণ ভগবতা। বিভাগঞ্চা-নয়োর্দর্শয়িষ্যামঃ ॥২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ এই প্রকার উপরি উক্ত শ্রুতির (১ম মন্ত্রের) তাৎপর্য এই যে, আত্মবিদের পুত্রাদি এষণাত্রয় ত্যাগের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া আত্মাকে রক্ষা করিতে হইবে। এক্ষণে অনাত্মজ্ঞতা হেতু আত্মতত্ত্ব গ্রহণে অক্ষম অপর ব্যক্তির (কর্মনিষ্ঠের) জন্য এই (২য়) মন্ত্র উপদেশ করিতেছেন।

এই জগতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিয়াই অর্থাৎ সম্পাদন করিয়াই শত অর্থাৎ শত সংখ্যক সমা মানে বৎসর [অর্থাৎ যাবজ্জীবন] বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে। যেহেতু মানুষের সেই পরিমিত (সর্বাধিক) পরমায়ু [শাস্ত্রে] নির্দিষ্ট রহিয়াছে। অতএব প্রাপ্ত (জ্ঞাত) এই [শতবর্ষ] আয়ুর অনুবাদ (পুনরুক্তি) করিয়াই [শ্রুতি] এই বিধান করিতেছেন যে, মানুষ যে শত বৎসর [সৎভাবে] বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে তাহা [শাস্ত্রীয়] কর্মসকল করিয়াই।

এই প্রকার তোমাতে — (সৎভাবে) বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছ যে তুমি সেই নর অর্থাৎ নরত্বাভিমানী (দেহে আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন) তোমার পক্ষে—এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করণরত থাকা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই যে প্রকার অবলম্বনে অশুভ কর্ম লিপ্ত না হয় অর্থাৎ অশুভ কর্মের দ্বারা [তুমি] লিপ্ত না হইতেছ। অতএব শাস্ত্রবিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম সকল করিয়াই [সৎভাবে] বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে।

{সংশয়} কি করিয়া আবার ইহা জ্ঞাত হইল যে, পূর্বমন্ত্রের দ্বারা সন্ন্যাসীর জ্ঞাননিষ্ঠা আর দ্বিতীয় মন্ত্রের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠায় অসমর্থ ব্যক্তির কর্মনিষ্ঠা উক্ত হইয়াছে? {উত্তর} বলিতেছি — যে প্রকারে (ভাষ্যভূমিকায়) কথিত হইয়াছে— জ্ঞানের সহিত কর্মের বিরোধ পর্বতের ন্যায় দৃঢ় তাহা স্মরণ করিতেছ না কেন? এখানেও [২য় মন্ত্রে] উক্ত হইয়াছে—'যে (সৎ) জীবনের আশা করিবে সে [শাস্ত্রীয়] কর্ম করিয়াই' [সেইভাবে বাঁচিতে আশা করিবে], [আর ১ম মন্ত্রে] 'পরমাত্মা দ্বারা সব দেহাদিকে আচ্ছাদিত করিবে, সেইহেতু ত্যাগের দ্বারা আত্মাকে পালন করিবে, কাহারও ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা [কর্মী ও কর্ম সন্ন্যাসীর নিষ্ঠার ভেদ] নিরূপিত হইয়াছে। [সন্ন্যাসী] 'জীবন বা মরণের

আকাঙ্ক্ষা করিবে না, অরণ্যে গমন করিবে'— ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। 'সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবে না ' — এই বাক্যেও (জ্ঞাননিষ্ঠের জন্য) কর্ম সন্ন্যাসের বিধান করা হইয়াছে [কিন্তু কর্মীর জন্য এই প্রকারে নয়]। [সন্ন্যাস ও কর্ম] উভয়ের ফল পার্থক্যও [৭ম ও ১৮শ মন্ত্রে] পরে বলিবেন। এই দুইটি পথ (সৃষ্টির আরম্ভ হইতে) পরম্পরাগত— প্রথমে কর্মমার্গ আর পরে সন্ন্যাস বা নিবৃত্তিমার্গ যাহাতে এষণাত্রয়ের ত্যাগ। এতদুভয়ের মধ্যে সন্ন্যাসপথই উৎকর্ষপ্রাপ্ত হয়। তৈত্তিরীয় শাখাতে আছে — সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট। বেদাচার্য ভগবান ব্যাসদেব বিচার করিয়া পুত্রকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন "দুইটি পথ আছে যাহাতে বেদ প্রতিষ্ঠিত [অর্থাৎ বেদের মূল বক্তব্য নিহিত]। [এক] প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্মমার্গ এবং [অপর] সুচিন্তিত নিবৃত্তি মার্গ।" ইহাদের পার্থক্য পরে আমরা প্রদর্শন করিব ॥ ২ ॥

তাৎপর্য ঃ ১ম মন্ত্রে উক্ত 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' এই চরমতত্ত্ব ভাবনার দ্বারা কর্মত্যাগী বা সন্ন্যাসের অধিকারি সকলে হইতে পারে না। তাই করুণাময়ী শ্রুতি ২য় মন্ত্রে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞাননিষ্ঠায় যাহারা সক্ষম নয় তাহারা অবশ্যই শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানের মাধ্যমেই সৎভাবে জীবন যাপন করিবে। অন্যথা প্রবৃত্তিবশতঃ স্বাভাবিক কর্ম এবং এর ফলে নিষিদ্ধ কর্ম করিতেই হইবে। ফলে আর তাহাদের ক্রমোন্নতির আশা থাকিবে না। ঈশোপনিষদের ১ম মন্ত্রে উত্তম অধিকারির জন্য বর্ণিত জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যাহারা ইহাতে সক্ষম নয় তাহাদের জন্য ২য় মন্ত্রে বর্ণিত কর্মনিষ্ঠা— এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার নির্দেশ যে সর্বশাস্ত্রেই পাওয়া যায় এই কথা ভাষ্যকার অতঃপর বিভিন্ন শ্রুতি ও স্মৃতির উদ্ধৃতির মাধ্যমে প্রতিপাদন করেন ॥২॥

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥৩॥

অন্বয় ঃ অসুর্যাঃ (অসুরসম্বন্ধী) নাম [অর্থহীন বাক্যালঙ্কারে ব্যবহৃত শব্দ] তে (সেই সকল) লোকাঃ (কর্মফল) অন্ধেন (অদর্শনাত্মক) তমসা (অজ্ঞানের দ্বারা) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত)। যে কে চ (যাহারা যাহারাই) আত্মহনঃ (আত্মঘাতী) জনাঃ (মানুষ সকল) তে (তাহারা) প্রেত্য (মৃত্যুর পর) তান্ (সেই সকল জন্ম) অভিগচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হয়)॥ ৩॥

মূলানুবাদ ঃ সেই অসুরসম্বন্ধী লোক অদর্শনাত্মক অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত। যাহারাই আত্মঘাতী (আত্মজ্ঞানবিমুখ) তাহারাই মৃত্যুর পর সেই সকল লোক অর্থাৎ শরীর প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ অথেদানীমবিদ্বন্নিন্দার্থোঽয়ং মন্ত্র আরভ্যতে । অসুর্যাঃ

পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োঽপ্যসুরাঃ, তেষাঞ্চ স্বভূতা লোকা অসূর্যা নাম। নামশব্দোঽনর্থকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্মফলানি— লোক্যন্তে দৃশ্যন্তে ভুজ্যন্ত ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেনাজ্ঞানেন তমসা আবৃতা আচ্ছাদিতাঃ, তান্ স্থাবরান্তান্, প্রেত্য ত্যক্ত্বা ইমং দেহম্ অভিগচ্ছন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্। যে কে চাত্মহনঃ, আত্মানং ঘ্নন্তীত্যাত্মহনঃ। কে তে জনাঃ? যেঽবিদ্বাংসঃ। কথং তে আত্মানং নিত্যং হিংসন্তি? অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমান-স্যাত্মনস্তিরস্করণাৎ। বিদ্যমানস্যাত্মনো যৎ কার্যং ফলমজরামরত্বাদি-সংবেদনলক্ষণম্; তৎ হতস্যেব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতা অবিদ্বাংসো জনা আত্মহন ইত্যুচ্যন্তে। তেন হ্যাত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে ॥ ৩॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ এখন আত্মজ্ঞানহীনগণের নিন্দার জন্য এই (৩য়) মন্ত্র আরম্ভ করা হইতেছে । 'অসুর্যাঃ' মানে অদ্বয় পরমাত্মজ্ঞানের তুলনায় [ভোগৈশ্বর্যরত] দেবাদিগণও অসুর, তাঁহাদের স্বোপার্জিত লোক 'অসুর্য'। নাম শব্দ অর্থহীন নিপাত। সেই সকল লোক মানে কর্মফল। যাহা লোকিত অর্থাৎ দৃষ্ট হয়, ভোগ করা যায় [তাহা লোক] অর্থাৎ (কর্মফলস্বরূপ) বিভিন্ন জন্মসমূহ। অন্ধেন মানে অদর্শনাত্মক তমের দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত [ব্রহ্মলোক হইতে] স্থাবর জন্ম পর্যন্ত সেইসব জন্মে প্রেত্য অর্থাৎ এই দেহ ত্যাগ করিয়া [জীব] কৃতকর্ম অনুযায়ী এবং অর্জিত বিজ্ঞান বা চিন্তানুযায়ী গমন করিয়া থাকে।

যাহারা আত্মাকে নাশ করে তাহারা আত্মঘাতী। {সংশয়} তাহারা কে? {উত্তর} যাহারা আত্মজ্ঞানহীন। {সংশয়} কি প্রকারে তাহারা নিত্য আত্মাকে হনন করিয়া থাকে? {উত্তর} অবিদ্যা-দোষবশতঃ সদা বিদ্যমান আত্মার আচ্ছাদন করণের ফলে। অর্থাৎ বিদ্যমান আত্মার যে অজর-অমরত্বাদি জ্ঞানরূপ কার্য অর্থাৎ ফল, [আত্মজ্ঞানহীনের নিকট] তাহা মৃত ব্যক্তির তুল্য তিরোহিত হয়— এইজন্য অবিদ্যাবৃত আত্মজ্ঞানহীন জন সকলকে আত্মঘাতী এইরূপ বলা হইতেছে। আর তাহারা সেই আত্মহননদোষবশতঃ [জন্ম মৃত্যুরূপ] সংসারে গমনাগমন করিতে থাকে ।।৩।।

তাৎপর্য ঃ ২য় মন্ত্রের কর্মনির্দেশ হইতে যদি কেবল কর্মকরণেই ব্যাপৃত থাকিবার ইচ্ছা জাগে, চরমতত্ত্বের প্রতি যদি লক্ষ্য না থাকে তবে যে সমূহ অনর্থের সম্ভাবনা, তাহাই শ্রুতি এই ৩য় মন্ত্রে নির্দেশ করিতেছেন। কর্মের ফলে বা কর্ম-উপাসনার সমুচ্চয়ের ফলে প্রাপ্ত যে কোন জন্মই অনিত্য। কেবল আত্মজ্ঞানের ফলেই চরম কৃতার্থতা অর্থাৎ মুক্তি

লাভ হয়। এই আত্মার স্বরূপ জ্ঞানে বঞ্চিত থাকাকে শ্রুতি আত্মহত্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন। যেমন মৃত ব্যক্তির দেহে প্রাণাদি বিয়োগের ফলে কোন সচেতনতা থাকে না; দেহটি একটি জড়পিণ্ডের মতো পড়িয়া থাকে, সেইরূপ আত্মার অজর-অমরত্বাদিজ্ঞানের ধারণা না থাকায় আত্মজ্ঞানহীন ব্যক্তি নিজের জড়পিণ্ডসদৃশ দেহকে আত্মা বলিয়া ভাবে। আত্মজ্ঞানের অভাবের ফলেই মৃতব্যক্তি তুল্য হওয়ার জন্য এই আত্মজ্ঞানহীনতাকেই শ্রুতি মৃত্যু আখ্যা দিতেছেন এবং যাহারা আত্মজ্ঞানের চেষ্টা করে না তাহাদিগকে আত্মঘাতী বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ॥ ৩॥

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্বমর্ষৎ ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪॥

অন্বয় ঃ অনেজৎ (কম্পন রহিত [আত্মস্বরূপ]) একং ([সকল প্রাণীতে] এক), মনসঃ (মন হইতে) জবীয়ঃ (অধিকতর বেগবান)। দেবাঃ (ইন্দ্রিয়সকল) পূর্বম্ (অগ্রেই) অর্ষৎ (গত) এনৎ (এই আত্মস্বরূপকে) ন আপ্নুবন্ (প্রাপ্ত হয় নাই)। তৎ (সেই আত্মস্বরূপ) তিষ্ঠৎ (স্থির থাকিয়া) ধাবতঃ অন্যান্ (দ্রুত গমনকারী অপর সকলকে) অত্যেতি (অতিক্রম করিয়া যান), তস্মিন্ (সেই আত্মা থাকাতেই) মাতরিশ্বা (সূত্রাত্মা) অপঃ (কর্মসমূহ) দধাতি (বিভাগ করিয়া দেন)॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ঃ সেই আত্মা নিশ্চল, এক এবং মন হইতেও অধিকতর বেগবান। ইন্দ্রিয়সকল তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না কারণ এই আত্মা মনের গমনের পূর্বেই চলিয়া যান। ইনি স্থির থাকিয়াও দ্রুত গমনকারী অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া যান। সেই আত্মা থাকাতেই সূত্রাত্মা সর্বপ্রকার কর্ম বিভাগ করিয়া দেন।।৪।।

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ যস্যাত্মনো হননাদবিদ্বাংসঃ সংসরন্তি, তদ্বিপর্যয়েণ বিদ্বাংসো জনা মুচ্যন্তেঽনাত্মহনঃ। তৎ কীদৃশমাত্মতত্ত্বমিত্যুচ্যতে অনেজৎ—ন এজৎ। এজৃ কম্পনে। কম্পনং চলনং স্বাবস্থাপ্রচ্যুতিঃ, তদ্বর্জিতং সর্বদৈকরূপমিত্যর্থঃ। তচ্চৈকং সর্বভূতেষু। মনসঃ সঙ্কল্পাদিলক্ষণাৎ জবীয়ো জববত্তরম্।

কথং বিরুদ্ধমুচ্যতে—ধ্রুবং নিশ্চলমিদং, মনসো জবীয় ইতি চ। নৈষ দোষঃ, নিরুপাধ্যুপাধিমত্ত্বেনোপপত্তেঃ। তত্র নিরুপাধিকেন স্বেন রূপেণোচ্যতে—অনেজদেকমিতি, মনসোঽন্তঃকরণস্য সঙ্কল্পবিকল্পলক্ষণস্যোপাধেরনুবর্তনাৎ। ইহ দেহস্থস্য মনসো ব্রহ্মলোকাদিদূরস্থসঙ্কল্পনং ক্ষণমাত্রাদ্ভবতীত্যতো মনসো

জবিষ্ঠত্বং লোকপ্রসিদ্ধম্। তস্মিন্মনসি ব্রহ্মলোকাদীন্ দ্রুতং গচ্ছতি সতি প্রথমপ্রাপ্ত ইবাত্মচৈতন্যাভাসো গৃহ্যতে, অতো মনসো জবীয় ইত্যাহ। নৈনদ্দেবাঃ দ্যোতনাৎদেবাঃ চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি এনৎ প্রকৃতমাত্মতত্ত্বং নাপ্নুবন্ ন প্রাপ্তবন্তঃ। তেভ্যো মনো জবীয়ঃ মনোব্যাপারব্যবহিতত্বাৎ আভাসমাত্রমপ্যাত্মনো নৈব দেবানাং বিষয়ীভবতি; যস্মাজ্জবনান্মনসোঽপি পূর্বমর্ষৎ পূর্বমেব গতম্, ব্যোমবদ্ব্যাপিত্বাৎ।

সর্বব্যাপি তদাত্মতত্ত্বং সর্বসংসারধর্মবর্জিতং স্বেন নিরুপাধিকেন স্বরূপেণাবিক্রিয়মেব সদুপাধিকৃতাঃ সর্বাঃ সংসারবিক্রিয়া অনুভবতীব অবিবেকিনাং মূঢ়ানামনেকমিব চ প্রতিদেহং প্রত্যবভাসত ইত্যেতদাহ। তদ্ধাবতঃ দ্রুতং গচ্ছতঃ অন্যান্ আত্মবিলক্ষণান্ মনোবাগিন্দ্রিয়প্রভৃতীন্ অত্যেতি অতীত্য গচ্ছতীব। ইবার্থং স্বয়মেব দর্শয়তি—তিষ্ঠদিতি। স্বয়মবিক্রিয়মেব সদিত্যর্থঃ।

তস্মিন্নাত্মতত্ত্বে সতি নিত্যচৈতন্যস্বভাবে, মাতরিশ্বা মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বয়তি গচ্ছতীতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ সর্বপ্রাণভৃৎক্রিয়াত্মকঃ, যদাশ্রয়াণি কার্যকরণজাতানি যস্মিন্নোতানি প্রোতানি চ যৎ সূত্রসংজ্ঞকং সর্বস্য জগতো বিধারয়িতৃ, স মাতরিশ্বা অপঃ কর্মাণি প্রাণিনাং চেষ্টালক্ষণানি অগ্ন্যাদিত্যপর্জন্যাদীনাং জ্বলন-দহন-প্রকাশাভিবর্ষণাদিলক্ষণানি দধাতি বিভজতীত্যর্থঃ, ধারয়তীতি বা ; "ভীষাস্মাদ্ বাতঃ পবতে" (তৈঃ উঃ ২।৮।১) ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্বা হি কার্যকরণাদিবিক্রিয়া নিত্যচৈতন্যাত্মস্বরূপে সর্বাস্পদভূতে সত্যেব ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৪॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ যে আত্মার হননহেতু (আত্মজ্ঞান-বিমুখতার জন্য) আত্মজ্ঞানহীন মনুষ্যগণ সংসারে গমনাগমন করিয়া থাকে, তাহার বিপরীতভাবে [অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া] অনাত্মঘাতী জ্ঞানিগণ মুক্ত হইয়া যান। [যাঁহাকে জানিলে এবং না জানিলে এইরূপ বিপরীত ফল লাভ হয়] সেই আত্মস্বরূপ কিরূপ তাহা [অনেজদিতি এই মন্ত্রে] বলা হইতেছে। যাহা কম্পিত হয় না তাহাই অনেজৎ; যেহেতু এজ্ ধাতুর অর্থ কম্পন। কম্পন মানে চলন—নিজের অবস্থা হইতে প্রচ্যুতি, তাহা হইতে বর্জিত অর্থাৎ সর্বদা একরূপ [ইহাই অনেজৎ শব্দের] অর্থ। সেই [অনেজৎ] আত্মা সর্বপ্রাণীতে এক তথা সঙ্কল্পাদিরূপ মন হইতে জবীয় অর্থাৎ অধিক বেগবান। —{সংশয়} এই আত্মস্বরূপ ধ্রুব এবং নিশ্চল আবার মন হইতে অধিক বেগবান এইরূপে [আত্মবিষয়ে] বিরুদ্ধ কথা কেন বলা হইতেছে ?

{ উত্তর} না, এই দোষ নাই। নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভাবে [এই বিরুদ্ধ উক্তি] সঙ্গত হয়। [আত্মার] স্বীয় নিরুপাধিকরূপে 'অনেজৎ এবং এক' এইরূপে বলা হইয়াছে, আবার অন্তঃকরণের মনরূপ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক উপাধির অনুবর্তন করেন বলিয়া [মন হইতে অধিক বেগবান বলা হইয়াছে]। এই লোকে দেহস্থিত মনের অতিদূরবর্তী ব্রহ্মলোক প্রভৃতি স্থানের সঙ্কল্পগ্রহণ মুহূর্তমধ্যে হইয়া থাকে, এইজন্য মনের অত্যন্ত দ্রুতগামিত্ব লোকে প্রসিদ্ধ আছে। সেই মন ব্রহ্মলোকাদিতে দ্রুতবেগে গমন করিয়া সেখানে নিজ আত্মচৈতন্যের প্রকাশ পূর্বেই যেন পৌঁছাইয়াছে—এইভাবে অনুভব করে। এইজন্য 'মন হইতে অধিক বেগবান' ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। প্রস্তাবিত এই আত্মস্বরূপকে দেবগণ (ইন্দ্রিয়গণ) প্রাপ্ত অর্থাৎ উপলব্ধি করিতে পারে না। [বিষয়সকলের] দ্যোতনাৎ অর্থাৎ প্রকাশক বলিয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকল দেব [নামে খ্যাত]। ইন্দ্রিয়সকল হইতে মন অধিক বেগবান এবং যেহেতু [তাহারা] মনের ব্যাপারের দ্বারা ব্যবহিত [কারণ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়প্রকাশ সম্বন্ধে মনের অপেক্ষা আছে] সেইজন্য আত্মার আভাসমাত্রও ইন্দ্রিয়গণের জ্ঞাত হয় না। কারণ আকাশের মতো ব্যাপক বলিয়া [আত্মা] বেগবান মন হইতেও পূর্বেই গত (উপস্থিত) হইয়া থাকেন।

সর্বব্যাপী সেই আত্মস্বরূপ স্বীয় নিরুপাধিকরূপে সর্ববিধ সংসারধর্মবর্জিত এবং অবিক্রিয় হইলেও [দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিরূপ] উপাধিজনিত সকল সাংসারিক বিকার যেন অনুভব করেন, এইরূপে অবিবেকী মূঢ়গণের নিকট প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে যেন অনেক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকেন এই কথাই শ্রুতি বলিতেছেন। আত্মা ধাবনশীল অর্থাৎ দ্রুতগমনশীল আত্মভিন্ন মন, বাক্, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ যেন অতিক্রম করিয়া গমন করেন। ইব শব্দের তাৎপর্যার্থ শ্রুতি নিজেই 'তিষ্ঠৎ' এই পদের দ্বারা দেখাইতেছেন অর্থাৎ স্বয়ং অবিকারী থাকিয়াই [মন প্রভৃতিকে অতিক্রম করিয়া যান]।

সেই নিত্য চৈতন্যস্বরূপ আত্মস্বরূপ আছেন বলিয়াই মাতরিশ্বা মানে যিনি মাতরি অর্থাৎ অন্তরীক্ষে [১] গমন করেন এই অর্থে মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ু, যিনি সমস্ত প্রাণীর ক্রিয়াস্বরূপ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়সকলের অবস্থান এবং যাহাতে ওতপ্রোত, যে সূত্রসংজ্ঞকতত্ত্ব নিখিল [স্থূল] জগতের বিধাতা, সেই মাতরিশ্বাও অপঃ মানে কর্মসকল [২] অর্থাৎ প্রাণিগণের চেষ্টারূপ-কর্মসমূহ— যেমন

---

১ সর্বনির্মাণহেতুত্বান্মাতাহন্তরিক্ষম্—সায়ণ [ঋক্ (১/৬০/৯)]

২ শ্রৌতানি কর্মাণি সোমাজ্যপয়ঃ প্রভৃতিভিঃ অদ্ভিঃ সম্পাদ্যন্তে ইতি সম্বন্ধাৎ লাক্ষণিকঃ অপ্ শব্দঃ কর্মসু—আনন্দগিরি।

অগ্নি, সূর্য, মেঘ প্রভৃতির জ্বলন-দহন, প্রকাশন এবং বর্ষণাদি সমস্ত কর্ম দধাতি অর্থাৎ বিভাগ করিয়া দেন বা ধারণ করেন। 'ইহার (ব্রহ্মের) ভয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও [আত্মস্বরূপের সত্তাতেই সমস্ত ক্রিয়া, এই বিষয় সমর্থিত হয়]। অর্থাৎ সমস্ত কার্যকরণাদি বিক্রিয়া, নিত্য চৈতন্যস্বরূপ নিখিল জগতের আশ্রয় আত্মতত্ত্ব আছেন বলিয়াই হইয়া থাকে।। ৪।।

তাৎপর্য ঃ আত্মতত্ত্বে অজ্ঞ থাকার ফলে জীবগণকে অবিরাম এই জন্মমরণরূপ অশেষ দুঃখজনক সংসার চক্রে অর্থাৎ বিভিন্ন লোকে ভ্রমণ করিতে হয়। আর আত্মস্বরূপ অবগত হইলেই এই গমনাগমন হইতে নিস্তার লাভ হয়। কাজেই এই আত্মতত্ত্বের অবগতির ফলে যাহাতে চরম শান্তি অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয় সেইজন্য শ্রুতি সেই আত্মস্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। আত্মাকে অবিকারী ও নিশ্চল বলার পর মন অপেক্ষা অধিক বেগবান বলা হইতেছে। কিন্তু ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই কারণ প্রথমটি নিরুপাধিক আত্মস্বরূপ এবং দ্বিতীয়টি মনরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত আত্মস্বরূপ। মন নিজে গতিশীল বলিয়া তাহার দৃষ্টিতে আত্মা বেগবত্তম। আর বেগবান মনরূপ উপাধি দ্বারা উপহিত হইয়া আত্মা যেন বেগবান হইয়া থাকেন। কিন্তু যে কোন বস্তুর জ্ঞানের জন্য মনের ব্যাপারের অপেক্ষা থাকে কাজেই ইন্দ্রিয়গণ মনকে অবলম্বন না করিয়া কোন কার্যই সাধন করিতে পারে না। এখন দ্রুতগমনশীল মন হইতে যে আত্মা দ্রুতগামী অর্থাৎ যে আত্মা মনের বিষয় হন না সেই আত্মা কিরূপে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইবেন। নিরুপাধিকরূপে সেই আত্মা তিষ্ঠৎ অর্থাৎ অবিক্রিয় আবার সোপাধিকরূপে দ্রুতগমনশীল সব কিছুর অতিক্রমকারী। এই আত্মা বিদ্যমান থাকাতেই হিরণ্যগর্ভের অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন হয়। তাৎপর্য এই যে পরমাত্মার সত্তাতেই সমস্ত বিকারজাত পদার্থের সত্তা। সর্পের সত্তা যেমন রজ্জুর সত্তা হইতে অতিরিক্ত কিছু নয় সেইরূপ সমস্ত জগৎ প্রপঞ্চের সত্তাও পরমাত্মার সত্তা হইতে অতিরিক্ত কিছু নয় ।। ৪।।

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য ৰাহ্যতঃ ।।৫।।

অন্বয় ঃ তৎ (সেই আত্মা) এজতি (চলেন), তৎ (সেই আত্মা) ন এজতি (চলেন না), তৎ (সেই আত্মা) দূরে ([অজ্ঞানীদিগের নিকট] দূরে), তৎ উ (তাহাই আবার) অন্তিকে ([জ্ঞানিগণের] নিকটে); তৎ (সেই আত্মা) অস্য (এই) সর্বস্য (সমস্ত প্রাণিদেহের) অন্তঃ (অভ্যন্তরে), তৎ উ (সেই আত্মাই) অস্য (এই) সর্বস্য (সমস্ত প্রাণিদেহের) বাহ্যতঃ (বাহিরে)।। ৫।।

মূলানুবাদ ঃ সেই আত্মা চলেন [আবার] চলেন না । সেই আত্মা

দূরে আবার তাহাই নিকটে। সেই আত্মা এই সমস্ত প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে, [আবার] সেই আত্মাই এই সমস্ত প্রাণিদেহের বাহিরে ॥ ৫ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ঃ ন মন্ত্রাণাং জামিতাস্তি ইতি পূর্বমন্ত্রোক্তমপ্যর্থং পুনরাহ—তদেজতীতি। তৎ আত্মতত্ত্বং যৎ প্রকৃতং, এজতি চলতি, তদেব চ নৈজতি স্বতো নৈব চলতি স্বতোঽচলমেব সচ্চলতীবেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, তৎ দূরে বর্ষকোটিশতৈরপ্যবিদুষামপ্রাপ্যত্বাৎ দূর ইব। তদু অন্তিকে সমীপেঽত্যন্তমেব বিদুষাম্ আত্মত্বাৎ, ন কেবলং দূরে—অন্তিকে চ। তৎ অন্তঃ অভ্যন্তরে অস্য সর্বস্য। "য আত্মা সর্বান্তরঃ" (বৃঃ উঃ ৩। ৪।১) ইতি শ্রুতেঃ। অস্য সর্বস্য জগতো নাম রূপ-ক্রিয়াত্মকস্য, তৎ উ অপি সর্বস্য অস্য বাহ্যতঃ, ব্যাপিত্বাদাকাশবৎ নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাৎ অন্তঃ। "প্রজ্ঞানঘন এব" (বৃঃ উঃ ৪। ৫।১৩) ইতি শাসনান্নিরন্তরঞ্চ ॥৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ মন্ত্রের আলস্য নাই এই কারণে পূর্বমন্ত্র কথিত অর্থ পুনর্বার বলিতেছেন। প্রস্তাবিত (যাহার প্রকরণ) সেই আত্মস্বরূপ চলেন আবার তাহাই চলেন না; স্বয়ং চলেন না অর্থাৎ স্বরূপতঃ অচল থাকিয়াই যেন চলেন। অধিকন্তু তিনি দূরে—আত্মজ্ঞানহীনগণের নিকট শতকোটিবর্ষেও অপ্রাপ্য হওয়ার জন্য যেন দূরে। তিনি [আবার] অত্যন্ত নিকটেই অর্থাৎ কেবল দূরেই নয়, জ্ঞানিগণের আত্মা বলিয়া [তাঁহাদের] নিকটেও। তিনি এই সকল প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে যেহেতু শ্রুতি বলেন, 'যিনি সকলের অন্তর্নিহিত প্রত্যগাত্মা'। আকাশের ন্যায় ব্যাপক বলিয়া তিনি (আত্মা) এই নামরূপ এবং ক্রিয়াত্মক সম্পূর্ণ শরীরসকলের বাহিরে আবার নিরতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া সমস্ত শরীরাদির অভ্যন্তরেও। আবার 'আত্মা প্রজ্ঞানঘনই' এই শ্রুতি অনুসারে আত্মা নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বাহির ভিতর ব্যবধান রহিত ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য ঃ পূর্বমন্ত্রে কথিত বিষয়ই ৫ম মন্ত্রেও বলা হইতেছে যাহাতে দুরূহ আত্মতত্ত্বের ধারণা লাভে সহায়তা হয়। আত্মা নিজের স্বরূপে নিশ্চল হইলেও সোপাধিক রূপে যেন চলেন বলিয়াই মনে হয়। অজ্ঞানাবৃত জন শত কোটি বৎসরেও আত্মাকে জানিতে পারে না বলিয়া যেন আত্মা দূরে। আর যার আত্মজ্ঞান হইয়াছে তাঁহার নিকট আত্মা অত্যন্ত সমীপে কারণ আত্মা তো সর্বাপেক্ষা নিকটে। আত্মা শরীরসকলের ভিতরে ও বাহিরে আছেন অর্থাৎ পরমার্থতঃ আত্মাই একমাত্র আছেন। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই, কাজেই সেই চৈতন্য পদার্থ নিরন্তর অর্থাৎ অন্য কিছু দ্বারা ব্যবহিত নয় ॥৫॥

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥৬॥

অন্বয় ঃ যঃ তু (যিনি) সর্বাণি (সকল) ভূতানি ([অব্যক্ত হইতে স্থাবর পর্যন্ত] ভূতসকলকে) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অনুপশ্যতি (দেখেন), চ (এবং) সর্বভূতেষু (সমুদয় ভূতে) আত্মনম্ (নিজ আত্মাকে) অনুপশ্যতি (দেখেন), [সঃ] [তিনি] ততঃ (উক্ত দর্শনের ফলে) ন বিজুগুপ্সতে ([কাহাকেও] ঘৃণা করেন না) ॥৬॥

মূলানুবাদ ঃ যিনি সকল ভূতকে আত্মাতেই দেখেন এবং সমুদয় ভূতে নিজ আত্মাকে দেখেন, তিনি উক্ত অনুভূতির ফলে কাহাকেও ঘৃণা করেন না ॥৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ যস্তু পরিব্রাড় মুমুক্ষুঃ সর্বাণি ভূতানি অব্যক্তাদীনি স্থাবরান্তানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি —আত্মব্যতিরিক্তানি ন পশ্যতীত্যর্থঃ। সর্বভূতেষু চ তেষ্বেব চাত্মানং—তেষামপি ভূতানাং স্বমাত্মানম্ আত্মত্বেন, যথাস্য দেহস্য কার্য-করণসঙ্ঘাতস্য আত্মাঽহং সর্বপ্রত্যয়সাক্ষিভূতশ্চেতয়িতা, কেবলো নির্গুণঃ অনেনৈব স্বরূপেণ অব্যক্তাদীনাং স্থাবরান্তানাম্ অহমেবাত্মেতি সর্বভূতেষু চাত্মানং নির্বিশেষং যস্তু অনুপশ্যতি, স ততস্তস্মাদেব দর্শনাৎ ন বিজুগুপ্সতে—বিজুগুপ্সাং ঘৃণাং ন করোতি। প্রাপ্তস্যৈবানুবাদোঽয়ম্। সর্বা হি ঘৃণা আত্মনোঽন্যৎ দুষ্টং পশ্যতো ভবতি। আত্মানমেবাত্যন্তবিশুদ্ধং নিরন্তরং পশ্যতো ন ঘৃণানিমিত্তমর্থান্তরমস্তীতি প্রাপ্তমেব—ততো ন বিজুগুপ্সত ইতি ॥৬॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ যে মুমুক্ষু সন্ন্যাসী অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর বৃক্ষলতাদি পর্যন্ত সমস্ত শরীরকে আত্মাতেই দেখেন অর্থাৎ [তাহাদিগকে] আত্মা হইতে পৃথক দেখেন না। আবার সেই সমস্ত শরীরেতেই আত্মাকে দেখেন, মানে সেই সকল শরীরের আত্মাকে নিজের আত্মা বলিয়া জানেন অর্থাৎ এই বোঝেন যে, যেভাবে আমি এই কার্যকারণ সংঘাতরূপ দেহের আত্মা এবং ইহার সমস্ত প্রতীতির সাক্ষী, চেতন, কেবল, নির্গুণ হইয়া থাকি [ঠিক সেইভাবে] এইরূপ স্বরূপে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে স্থাবর পর্যন্ত পদার্থের আত্মা আমিই। এই প্রকার যিনি সকল প্রাণিতে নির্বিশেষে আত্মাকে দেখেন তিনি এইরূপ উপলব্ধির ফলে কাহাকেও বিজুগুপ্সা অর্থাৎ ঘৃণা করেন না। জ্ঞাত বস্তুর ইহা (ঘৃণা না করা) অনুবাদ [ইহা কোন বিধিবাক্য নয়]। নিজ হইতে অন্যকে দোষযুক্ত দর্শনহেতুই সব ঘৃণা হইয়া থাকে । অত্যন্ত

বিশুদ্ধ ব্যবধানরহিত আত্মাকে দর্শনহেতু ঘৃণার নিমিত্ত অন্য পদার্থ থাকে না, এই (ঘৃণার অভাব) জ্ঞাতই। সেই কারণে [সম্যগ্‌দর্শী] ঘৃণা করেন না ।।৬।।

তাৎপর্য ঃ বর্তমান দুই মন্ত্রে ঐ তত্ত্বানুভূতির ফল বর্ণনা করিতেছেন। জ্ঞানী যখন সর্বদেহকে আত্মাতেই দেখেন অর্থাৎ শুধু আত্মস্বরূপকেই দর্শন করেন তখন জ্ঞানালোকে সমস্ত বিকারজাত দেহাদিকে সর্পের রজ্জুতে বিলীন হওয়ার ন্যায় আত্মাতে বিলীন দেখেন। আর সর্বদেহেও নিজ আত্মাকেই সাক্ষাৎকার করেন অর্থাৎ নিজের আত্মা এবং সর্বভূতের আত্মা ভিন্ন নয়, এক — এইভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি সেই উপলব্ধির ফলে কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারেন না। কারণ দুই দেখিলেই ঘৃণা প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে। সর্বত্র একদর্শীর ঘৃণা প্রকাশের আর অবকাশ কোথায়? ॥৬॥

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥৭॥

অন্বয় ঃ যস্মিন্ (যে কালে বা যে আত্মাতে) সর্বাণি ভূতানি (সমস্ত দেহাদি) বিজানতঃ (জ্ঞানীর) আত্মা এব (আত্মাই) অভূৎ (হইয়া যায়), তত্র (সেই কালে বা সেই আত্মাতে) একত্বম্ অনুপশ্যতঃ (একত্ব দর্শনকারীর) কঃ মোহঃ (মোহই বা কি), কঃ শোকঃ (শোকই বা কি) ॥৭॥

মূলানুবাদ ঃ যে কালে বা যে আত্মাতে সমস্ত দেহ জ্ঞানীর আত্মাই হইয়া যায়, আত্মৈকদর্শী সেই জ্ঞানীর সেই কালে বা সেই আত্মাতে মোহই বা কি, আর শোকই বা কি অর্থাৎ শোক মোহ থাকে না ॥৭॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ ইমমেবার্থমন্যোঽপি মন্ত্র আহ—যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি। যস্মিন্ কালে যথোক্তাত্মনি বা, তান্যেব ভূতানি সর্বাণি পরমার্থাত্মদর্শনাদ্ আত্মৈবাঽভূৎ আত্মৈব সংবৃত্তঃ, পরমার্থবস্তু বিজানতস্তত্র তস্মিন্ কালে তত্রাত্মনি বা কো মোহঃ, কঃ শোকঃ? শোকশ্চ মোহশ্চ কাম-কর্মবীজমজানতো ভবতি; ন তু আত্মৈকত্বং বিশুদ্ধং গগনোপমং পশ্যতঃ। কো মোহঃ কঃ শোক ইতি শোক-মোহয়োরবিদ্যাকার্যয়োরাক্ষেপেণাসম্ভবপ্রকাশনাৎ সকারণস্য সংসার-স্যাত্যন্তমেবোচ্ছেদঃ প্রদর্শিতো ভবতি॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ এই কথাই [আত্মজ্ঞ কাহাকেও ঘৃণা করেন না] অন্য মন্ত্র ও (৭ম মন্ত্র) বলিতেছেন — 'যস্মিন্' ইত্যাদি। যে কালে অথবা যে পূর্বোক্ত আত্মাতে

পরমার্থ-আত্মস্বরূপ দর্শনের ফলে সেই সকল শরীরই পরমার্থতত্ত্বজ্ঞের আত্মাই হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মভাব প্রাপ্ত হয়, সেই কালে অথবা সেই আত্মাতে মোহই বা কি আর শোকই বা কি। কামনা ও কর্মের বীজকে যে জানে না তাহারই শোক ও মোহ হয়। কিন্তু আকাশের মতো বিশুদ্ধ আত্মার একত্ব দর্শনকারীর [তাহা] হয় না। মোহ কি ? শোক কি? এই প্রকারে আক্ষেপের দ্বারা অবিদ্যার কার্য শোক ও মোহের অসম্ভাবনা প্রকাশহেতু কারণ (অবিদ্যা) সহ শরীরপ্রাপ্তির সমূলে উচ্ছেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। ।। ৭ ।।

তাৎপর্য ঃ অজ্ঞানই সকল শোক মোহের মূল। কাজেই আত্মজ্ঞানের ফলে শরীরবুদ্ধি নিবৃত্তি হইলে তাহার কার্য শোক মোহ ইত্যাদিও নিবৃত্ত হইয়া যায়। যস্মিন্ পদের যে কালে বা যে আত্মাতে — এই প্রকার দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। যে কালে মানে যখনই জ্ঞানোদয় হয় তখনই অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়। এক্ষণে আত্মজ্ঞানোদয় এবং অজ্ঞান নিবৃত্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। কারণ আত্মজ্ঞানোদয় ও অজ্ঞাননিবৃত্তি পৃথক কিছু নয়, একই। আর অজ্ঞান অনাদি কিন্তু জ্ঞানীর পক্ষে সান্ত। কাজেই যাহার জ্ঞান হয় তাহারই অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, অপরের অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না ॥৭॥

স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ৮॥

অন্বয় ঃ [কারণ] সঃ (সেই আত্মা) পর্যগাৎ (সর্বব্যাপী), শুক্রম্ (শুদ্ধ), অকায়ম্ (শরীরবর্জিত), অব্রণম্ (অক্ষত), অস্নাবিরম্ (শিরারহিত), শুদ্ধম্ (নির্মল), অপাপবিদ্ধম্ (পাপলেশশূন্য), কবিঃ (সর্বদর্শী), মনীষী (সর্বজ্ঞ), পরিভূঃ (সর্বোপরি বিরাজমান), স্বয়ম্ভূঃ (নিজেই নিজের কারণ), শাশ্বতীভ্যঃ (নিত্য) সমাভ্যঃ (সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য) যাথাতথ্যতঃ (যথাযথভাবে) অর্থান্ (কর্ম সকল) ব্যদধাৎ (বিভাগ করিয়া দিয়াছেন)॥ ৮॥

মূলানুবাদ ঃ কারণ সর্বব্যাপী শুদ্ধ শরীরবর্জিত অক্ষত শিরারহিত নির্মল পাপলেশশূন্য সর্বদর্শী সর্বজ্ঞ সর্বোপরি বিরাজমান নিষ্কারণ সেই আত্মা নিত্য সংবৎসরাখ্য প্রজাপতিদিগের জন্য কর্মসকল যথাযথভাবে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ যোঽয়মতীতৈর্মন্ত্রৈরুক্ত আত্মা, স স্বেন রূপেণ কিংলক্ষণ ইত্যাহ অয়ং মন্ত্রঃ— স পর্যগাৎ। স যথোক্ত আত্মা পর্যগাৎ—পরি সমন্তাৎ

অগাৎ গতবান্ আকাশবদ্ব্যাপীত্যর্থঃ। শুক্রং শুভ্রং জ্যোতিষ্মৎ দীপ্তিমানিত্যর্থঃ। অকায়মশরীরং —লিঙ্গশরীরবর্জিত ইত্যর্থঃ। অব্রণমক্ষতম্। অস্নাবিরং— স্নাবাঃ সিরা যস্মিন্ ন বিদ্যন্ত ইত্যস্নাবিরম্। অব্রণমস্নাবিরমিত্যেতাভ্যাং স্থূলশরীর-প্রতিষেধঃ। শুদ্ধং নির্মলমবিদ্যামলরহিতমিতি কারণশরীরপ্রতিষেধঃ। অপাপবিদ্ধং ধর্মাধর্মাদিপাপবর্জিতম্। শুক্রমিত্যাদীনি বচাংসি পুংলিঙ্গত্বেন পরিণেয়ানি। "স পর্যগাৎ" ইত্যুপক্রম্য "কবির্মনীষী" ইত্যাদিনা পুংলিঙ্গ-ত্বেনোপসংহারাৎ। কবিঃ ক্রান্তদর্শী—সর্বদৃক্। "নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মনীষী মনস ঈষিতা—সর্বজ্ঞ (বৃঃ উঃ ৩।৭।২৩) ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। পরিভূঃ সর্বেষাং পরি—উপরি ভবতীতি পরিভূঃ। স্বয়ম্ভূঃ স্বয়মেব ভবতীতি, যেষামুপরি ভবতি যশ্চোপরি ভবতি, স সর্বঃ স্বয়মেব ভবতীতি স্বয়ম্ভূঃ। স নিত্যমুক্ত ঈশ্বরঃ যাথাতথ্যতঃ, সর্বজ্ঞত্বাদ্ যথাতথাভাবো যাথাতথ্যং তস্মাৎ যথাভূতকর্মফলসাধনতঃ অর্থান্ কর্তব্যপদার্থান্ ব্যদধাৎবিহিতবান্—যথানু-রূপং ব্যভজদিত্যর্থঃ। শাশ্বতীভ্যঃ নিত্যাভ্যঃ সমাভ্যঃ সংবৎসরাখ্যেভ্যঃ প্রজা-পতিভ্য ইত্যর্থঃ ॥৮॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ পূর্ববর্তী মন্ত্রসমূহে যে আত্মা উক্ত হইয়াছেন তিনি নিজস্বরূপে কি লক্ষণযুক্ত তাহা এই মন্ত্রে বলিতেছেন। সেই পূর্বোক্ত আত্মা পর্যগাৎ, পরি মানে সর্বত্র আর অগাৎ মানে গিয়াছেন অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্বব্যাপী। শুক্র মানে শুদ্ধ আর জ্যোতিষ্মান মানে দীপ্তিমান। অকায় মানে শরীররহিত অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরবর্জিত। অব্রণ মানে অক্ষত। অস্নাবির অর্থাৎ স্নাবা বা শিরাসমূহ যাহাতে নাই এই অর্থে অস্নাবির। অব্রণ ও অস্নাবির— এই দুই বিশেষণের দ্বারা স্থূল শরীরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। শুদ্ধ মানে নির্মল অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মলরহিত— এই ভাবে কারণ শরীরের প্রতিষেধ করা হইয়াছে। অপাপবিদ্ধ অর্থাৎ ধর্মাধর্মাদি দোষবর্জিত। 'শুক্রম্' ইত্যাদি [নপুংসকলিঙ্গ] শব্দসকলকে পুংলিঙ্গে পরিণত করিয়া লইতে হইবে, কারণ যেহেতু 'স পর্যগাৎ' এইরূপে [পুংলিঙ্গ শব্দ দ্বারা] আরম্ভ করিয়া 'কবিঃ মনীষী' প্রভৃতি শব্দদ্বারা পুংলিঙ্গে সমাপ্ত করা হইয়াছে। কবি মানে অতীতদর্শী অর্থাৎ সর্বদর্শী (যুগপৎ কালত্রয়দর্শী)।* শ্রুতিও বলিয়াছেন "ইহা হইতে অন্য কোন দ্রষ্টা নাই"। মনীষী মানে [যিনি] মনের নিয়ন্তা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। পরিভূঃ মানে সকলের পরি অর্থাৎ উপরে আছেন এইজন্য পরিভূ। স্বয়ংই

---

* ক্রান্তমতিক্রান্তং নষ্টমিত্যুপলক্ষণংভূতভবিষ্যদ্বর্তমানদর্শী— আনন্দগিরি।

হইয়া থাকেন এইজন্য স্বয়ম্ভূ। [অথবা] যাহাদের উপরে বিরাজমান এবং যিনি উপরে বিরাজিত সে সব কিছু স্বয়ংই হইয়াছেন এইজন্য স্বয়ম্ভূ। সেই নিত্যমুক্ত ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়া যাথাতথ্যতঃ অর্থাৎ যথাতথার ভাব যাথাতথ্য [তাহাতে হেতু অর্থে পঞ্চমী তসিল্ (তঃ) প্রয়োগজন্য] সেই হেতু— [সকলপ্রাণীর] যথাযথ কর্মফল ও সাধনানুসারে অর্থ মানে কর্তব্য-পদার্থসমূহ বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ যথাযোগ্য রীতিতে উহাদের বিভাগ করিয়াছেন— ইহাই অর্থ। শাশ্বত মানে নিত্য সমাগণকে অর্থাৎ সংবৎসর নামক প্রজাপতিগণকে [যথাযোগ্য কর্তব্যকর্ম বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন] ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য ঃ আত্মোপলব্ধিবানের শরীরবুদ্ধি না থাকার যুক্তি দেখাইতে অষ্টম মন্ত্রে পুনরায় আত্মস্বরূপ উপদিষ্ট হইতেছে। এইজন্য আত্মার যে কোন প্রকার শরীর নাই অর্থাৎ ত্রিবিধ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর নাই তাহাই এই মন্ত্রে নানাভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আত্মাতে কোনরূপ ধর্মাধর্ম যুক্ত হইতে পারে না। আর আত্মা সর্বদর্শী, সর্বান্তর্যামী এবং কোনরূপ কারণ হইতে তাঁহার উৎপত্তি হয় না। এখানে প্রজাপতিগণ উপলক্ষণ অর্থাৎ শুধু প্রজাপতিগণকেই নয়, জগতে সকল প্রাণীর কর্মই পরমাত্মা বিভাগ করিয়া দেন। অর্থাৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব কার্যই পরমাত্মা দ্বারা নির্ধারিত ইহা বুঝানো হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ।। ৯।।

অন্বয় ঃ যে (যাহারা) অবিদ্যাম্ (শাস্ত্রীয় কর্ম) উপাসতে (অনুষ্ঠান করে) [তাহারা] অন্ধং (অদর্শনাত্মক) তমঃ (অজ্ঞানান্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবিষ্ট হয়)। যে উ (যাহারা কিন্তু) বিদ্যায়াং (উপাসনায়) রতাঃ (অভিরতঃ হয়) তে (তাহারা) ততঃ (তাহা হইতে) ভূয়ঃ (অধিকতর) ইব [এব] (ই) তমঃ (অন্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবিষ্ট হয়) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ঃ যাহারা কেবল শাস্ত্রীয় কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দর্শন প্রতিরোধক অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা উপাসনাতেই নিরত তাহারা তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে ॥ ৯ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ অত্রাদ্যেন মন্ত্রেণ সর্বৈষণাপরিত্যাগেন জ্ঞাননিষ্ঠোক্তা— প্রথমো বেদার্থঃ “ঈশা বাস্যমিদং সর্বং ... মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্” ইতি। অজ্ঞানানাং জিজীবিষূণাং জ্ঞাননিষ্ঠাঽসম্ভবে “কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ” ইতি কর্মনিষ্ঠোক্তা — দ্বিতীয়ো বেদার্থঃ। অনয়োশ্চ নিষ্ঠয়োর্বিভাগো মন্ত্রদ্বয়-

প্রদর্শিতয়োর্বৃহদারণ্যকেঽপি দর্শিতঃ—"সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ" (বৃঃ উঃ ১।৪।১৭) ইত্যাদিনা অজ্ঞস্য কামিনঃ কর্মাণীতি। "মন এবাস্যাত্মা, বাগ্‌জায়া" (বৃঃ উঃ ১। ৪।১৭) ইত্যাদিবচনাৎ অজ্ঞত্বং কামিত্বং চ কর্মনিষ্ঠস্য নিশ্চিতমবগম্যতে। তথা চ তৎফলং সপ্তান্নসর্গস্তেম্বাত্মভাবেনাত্মস্বরূপাবস্থানং।

জায়াদ্যেষণাত্রয়সন্ন্যাসেন চাত্মবিদাং কর্মনিষ্ঠাপ্রাতিকূল্যেন আত্মস্বরূপনিষ্ঠৈব দর্শিতা, "কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাংনোঽয়মাত্মাঽয়ং লোকঃ" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদিনা। যে তু জ্ঞাননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিনঃ তেভ্যঃ "অসুর্যা নাম তে" ইত্যাদিনা অবিদ্বন্নিন্দাদ্বারেণাত্মনো যাথাত্ম্যং "স পর্যগাদ্" ইত্যেতদন্তৈর্মন্ত্রৈরুপদিষ্টম্; তে হ্যত্রাধিকৃতা ন কামিন ইতি। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রোপনিষদি—"অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং প্রোবাচ সম্যগৃষিসঙ্ঘজুষ্টম্" ইত্যাদি (শ্বেঃ উঃ ৬।২১) বিভজ্যোক্তম্। যে তু কামিনঃ কর্মনিষ্ঠাঃ কর্ম কুর্বন্ত এব জিজীবিষবস্তেভ্য ইদমুচ্যতে—অন্ধং তম ইত্যাদি।

কথং পুনরেবমবগম্যতে, ন তু সর্বেষামিতি ? উচ্যতে— অকামিনঃ সাধ্যসাধনভেদোপমর্দেন, "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি যদ্ আত্মৈকত্ববিজ্ঞানম্, তন্ন কেনচিৎ কর্মণা জ্ঞানান্তরেণ বা হ্যমূঢ়ঃ সমুচ্চিচীষতি। ইহ তু সমুচ্চিচীষয়াঽবিদ্বদাদিনিন্দা ক্রিয়তে। তত্র চ যস্য যেন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি ন্যায়তঃ শাস্ত্রতো বা, তদিহোচ্যতে। তৎ দৈবং বিত্তং দেবতাবিষয়ং জ্ঞানং কর্মসম্বন্ধিত্বেন উপন্যস্তম্, ন পরমাত্মজ্ঞানম্। "বিদ্যয়া দেবলোকঃ" (বৃঃ উঃ ১।৫।১৬) ইতি পৃথক ফলশ্রবণাৎ। তয়োর্জ্ঞানকর্মণোরিহ একৈকানুষ্ঠাননিন্দা সমুচ্চিচীষয়া, ন নিন্দাপরৈব, একৈকস্য পৃথক্‌ফলশ্রবণাৎ। "বিদ্যয়া তদারোহন্তি", (শঃ ব্রাঃ) "বিদ্যয়া দেবলোকঃ"(বৃঃ উঃ) "ন তত্র দক্ষিণা যন্তি", (শঃ ব্রাঃ) "কর্মণা পিতৃলোকঃ" (বৃঃ উঃ ১।৫।১৬) ইতি। ন হি শাস্ত্রবিহিতং কিঞ্চিদকর্তব্যতামিয়াৎ।

তত্র অন্ধং তমঃ অদর্শনাত্মকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে? যে অবিদ্যাং— বিদ্যায়া অন্যা অবিদ্যা, তাং কর্মেত্যর্থঃ; কর্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ। তামবিদ্যামগ্নিহোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে—তৎপরাঃ সন্তোঽনুতিষ্ঠন্তীত্যভিপ্রায়ঃ। ততস্তস্মাদন্ধাত্মকাৎ তমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে? কর্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়ামেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ ॥৯॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ এই উপনিষদের প্রথম মন্ত্রে 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং ... ধনম্' এইরূপে সর্ববিধ কামনা পরিত্যাগপূর্বক উপদিষ্ট জ্ঞাননিষ্ঠা প্রথম [৩-৮ এই ৬টি] শ্রুতির তাৎপর্যার্থ। আর [সৎভাবে] জীবন ধারণ করিতে অভিলাষী আত্মজ্ঞানহীন-গণের জ্ঞাননিষ্ঠা অসম্ভব বলিয়া 'কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ' এইরূপে উপদিষ্ট কর্মনিষ্ঠা দ্বিতীয় [৯-১৮ এই ১০ টি] শ্রুতির তাৎপর্যার্থ। এই [১ম ও ২য়] মন্ত্রদ্বয়ে প্রদর্শিত নিষ্ঠাদ্বয়ের বিভাগ বৃহদারণ্যকেও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবিদ্বান কামনা করিলেন, " আমার স্ত্রী হউক" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা [সিদ্ধ হয়] কর্ম অজ্ঞানী এবং সকাম পুরুষের জন্যই। "মনই ইহার আত্মা, বাক্ পত্নী" ইত্যাদি বাক্য হইতে কর্মনিষ্ঠের অজ্ঞান ও কামনা থাকে ইহা নিশ্চিতরূপে জানা যায়। আর উহার (কর্মনিষ্ঠার) ফল—সপ্ত প্রকার অন্নের সৃষ্টি * এবং তাহাতেই আত্মভাবনা করিয়া আত্মার [অনাত্মরূপে] অবস্থান ॥ ৯॥

[পক্ষান্তরে] আত্মজ্ঞানিগণের পক্ষে "সন্তান [প্রভৃতির] দ্বারা কি করিব যে আমাদের আত্মাই লোকরূপে অভিপ্রেত" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জায়াদি এষণাত্রয় ত্যাগপূর্বক কর্মনিষ্ঠার বিপরীত আত্মা স্বরূপনিষ্ঠাই (জ্ঞাননিষ্ঠাই) দেখানো হইয়াছে। যাঁহারা জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসী তাঁহাদের জন্য 'অসূর্যা নাম তে' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আত্মজ্ঞানহীনদের নিন্দা করিয়া 'স পর্যগাৎ' এই পর্যন্ত মন্ত্রসকলের দ্বারা আত্মার স্বরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারাই (জ্ঞাননিষ্ঠগণই) ইহাতে (৩য় হইতে ৮ মন্ত্রে) অধিকারি, কামনাবান পুরুষেরা নয়। সেইরূপই শ্বেতাশ্বতরশাখীদের মন্ত্রোপনিষদে "ঋষিগণের দ্বারা উত্তমরূপে সেবিত এই পরম পবিত্র ব্রহ্মতত্ত্ব অত্যাশ্রমী অর্থাৎ সন্ন্যাসিগণকে উপদেশ করিয়াছিলেন" এইভাবে [কর্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠাকে] পৃথক করিয়া বলা হইয়াছে। এখানেও কর্মনিষ্ঠকামী যাহারা কর্ম করিয়াই [সৎভাবে] জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদের জন্য [৯ম মন্ত্রে] ইহা বলা হইতেছে "অন্ধং তমঃ" ইত্যাদি।

{সংশয়} কি করিয়া এইরূপ জানা গেল [কর্মনিষ্ঠগণের জন্য 'অন্ধং তমঃ' ইত্যাদি] ১০টি মন্ত্র সকলের জন্য নয় ? {উত্তর} বলা হইতেছে— নিষ্কাম পুরুষের সাধ্যসাধন-ভেদ [জ্ঞান]কে বিনষ্ট করিয়া "জ্ঞানীর যে কালে বা যে আত্মাতে সমস্ত দেহ আত্মাই হইয়া যায়, আত্মৈকদর্শী জ্ঞানীর সেই কালে বা সেই আত্মাতে মোহই বা কি, আর শোকই বা কি" ইত্যাদিরূপে যে আত্মৈক্যজ্ঞান [উক্ত

* কর্মফলকে অপেক্ষা করিয়া সৃষ্ট সপ্তশরীরকে বৃহদারণ্যকে সপ্তপ্রকার অন্ন বলিয়া রূপকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।

হইয়াছে] তাহা কোন বিবেকী পুরুষ, কোন কর্ম বা অন্য জ্ঞানের (দেবতা বিজ্ঞান বা উপাসনার) সহিত সমুচ্চয় করিতে ইচ্ছা করেন না। এখানে কিন্তু সমুচ্চয়ের ইচ্ছা হেতু অনাত্মজ্ঞ প্রভৃতির নিন্দা করা হইয়াছে। অতএব যুক্তি এবং শাস্ত্রসম্মতভাবে যাহার সহিত যাহার সমুচ্চয় সম্ভব তাহাই এখানে কথিত হইয়াছে। সুতরাং দৈববিত্ত মানে দেবতাবিষয়ক জ্ঞান (অর্থাৎ উপাসনা) [এখানে] কর্মের সম্বন্ধিরূপে (অর্থাৎ কর্মের সহিত অনুষ্ঠেয় বলিয়া) উল্লিখিত হইয়াছে, [কিন্তু] পরমাত্মজ্ঞান নহে। কারণ 'উপাসনার দ্বারা দেবলোক প্রাপ্ত হয়' এইভাবে [কর্ম হইতে উপাসনার] পৃথক ফল শোনা যায় বলিয়া [কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয় সম্ভব]। আর এই [দেবতা] জ্ঞান ও কর্মের এখানে পৃথক পৃথক অনুষ্ঠানের নিন্দা সমুচ্চয়ের অভিপ্রায়ে, নিন্দার জন্য নয়; যেহেতু এক একটির পৃথক পৃথক [অনিন্দনীয়] ফল শোনা যায়। যথা 'উপাসনাদ্বারা সেই স্থানে আরোহণ করে', 'উপাসনাদ্বারা দেবলোক লাভ', 'দক্ষিণমার্গগামীরা (কর্মীরা) সেই স্থানে (দেবলোকে) যায় না', 'কর্মদ্বারা পিতৃলোক লাভ হয়' ইত্যাদি। [কাজেই একক অনুষ্ঠান অকরণীয় ইহা বলা ৯ম মন্ত্রের উদ্দেশ্য নয়] যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কোনকিছু [এখানে কর্ম বা উপাসনা] অকর্তব্যতা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

ইহার মধ্যে অন্ধ তমঃ মানে অদর্শনাত্মক তমোতে প্রবেশ করে। {সংশয়} কাহারা? {উত্তর} যাহারা চেতনতত্ত্ব হইতে ভিন্ন যে জড়তত্ত্ব সেই অবিদ্যাকে অর্থাৎ কর্মকে, কারণ কর্ম আত্মবিষয়ক চেতনতত্ত্বের বিরোধী বলিয়া অবিদ্যা, সেই অগ্নিহোত্রাদিকর্মরূপ অবিদ্যাকেই কেবল উপাসনা করে অর্থাৎ সেই কর্মপর হইয়া কর্মানুষ্ঠান করে। আর সেই অদর্শনাত্মক তমো হইতে অধিক অন্ধকারে তাহারা প্রবেশ করে। {সংশয়} কাহারা ? {উত্তর} কর্মত্যাগ করিয়া যাহারা কিন্তু বিদ্যাতেই অর্থাৎ দেবতা-উপাসনাতেই রত অর্থাৎ অনুরক্ত [হইয়া থাকে] ॥৯॥

তাৎপর্য ঃ নবম মন্ত্রের বিদ্যাপদের অর্থ যে মানসকর্ম অর্থাৎ উপাসনা, কিন্তু আত্মতত্ত্ব নয় ইহা বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার প্রথমে অন্যান্য অনেক উপনিষদের ন্যায় এই উপনিষদেও জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠারূপ বিভাগদ্বয় আছে—ইহা বলিয়া ৯ম হইতে ১১শ মন্ত্রকে কর্মনিষ্ঠের প্রকরণরূপে প্রতিপাদন করিলেন। আর অবিদ্যা শব্দের অর্থ— কর্মের সহিত বিদ্যার অর্থাৎ কর্মবিষয়ক জড়তত্ত্বের সহিত বিদ্যা বা চেতনতত্ত্বের (আত্মতত্ত্বের) বিরোধ বলিয়া বিরোধ অর্থে নঞ্ তৎপুরুষ সমাসে ন বিদ্যা = অবিদ্যা, এইভাবে কর্ম অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। আর এইমন্ত্রে বিদ্যা শব্দের অর্থ আত্মতত্ত্ব না ধরিয়া উপাসনা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। উপনিষদে উপাসনা কোথাও জ্ঞান, কোথাও দর্শন, কোথাও বিদ্যা, কোথাও বেদন ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'জ্ঞায়তে দৃশ্যতে বা বিদ্যতে বা

দেবতাতত্ত্বম্ সাক্ষাৎ ক্রিয়াতে অনেন 'ইতি' এই প্রকার ব্যুৎপত্তিতে এই সকল বিভিন্ন শব্দ উৎপন্ন। এখন পদ সকলের অর্থ প্রকরণ অনুসারে বিভিন্ন হয়। বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয়কারী যখন মার্গযাচনা করিতেছেন তখন বিদ্যা শব্দে আত্মতত্ত্ব অর্থ হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীর কোথাও গমন হয় না, তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। কাজেই এখানে বিদ্যা শব্দের অর্থ উপাসনারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আর উপাসনার সহিত শারীর কর্মের সমুচ্চয় হয়, আত্মতত্ত্বের সহিত নয়। এক্ষণে এই নবম মন্ত্রে শাস্ত্রীয় কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয় বিধানের জন্য ইহাদের অর্থাৎ পৃথক কর্ম বা পৃথক উপাসনা অনুষ্ঠানের নিন্দা করা হইতেছে। তবে এই নিন্দার উদ্দেশ্য প্রকৃতপক্ষে নিন্দা নয়; সমুচ্চয় বিধানই ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাহা না হইলে যে শ্রুতি কর্মের বা উপাসনার বিধান দিতেছেন সেই শ্রুতিই যদি কর্মানুষ্ঠানের বা উপাসনার নিন্দা করেন তবে পরস্পর বিরোধ হয়। কাজেই নিন্দার তাৎপর্য হইতেছে সমুচ্চয়। শ্রুতির বক্তব্য এই যে, যদি কর্মের সঙ্গে উপাসনাও অনুষ্ঠিত হয় তবে কর্মের উৎকর্ষতাপ্রাপ্তি ঘটিবে। আর উপাসনার সঙ্গে কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে উপাসনার উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি পাইবে। কারণ নিম্নাধিকারী শুধু উপাসনা লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে নিজের উন্নতি ব্যাহত করিতে পারে। তমোগুণাক্রান্ত হইয়া আলস্যবশতঃ সময় নষ্ট এবং অশাস্ত্রীয় কর্মও করিতে পারে। কাজেই সমুচ্চয়ের ফলে কর্ম ও উপাসনা উভয়ের উৎকর্ষতা ঘটিবে।

মন্ত্রোক্ত 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি' এবং 'ততো ভূয় ইব তে তমো' অংশের ভাব এই যে, শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানের ফলেও কর্মফলবশতঃ জন্মমরণ চক্রে পতিত হওয়াই কর্মীর পক্ষে যেন অন্ধ তমোতে প্রবেশ আর চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্মানুষ্ঠানে যাহাদের অপেক্ষা আছে তাহারা যদি কর্মানুষ্ঠান বর্জন করিয়া কেবল উপাসনাতেই রত হয় তবে তাহা ফলপ্রসূ হয় না। অধিকন্তু ব্যর্থ শারীর কর্মদ্বারা সাধকের উপকার না হইলেও জগতের উপকার হয়, কিন্তু ব্যর্থ উপাসনার কোন দিক না থাকাতে উহা দ্বারা যেন অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করা হয় — এই ভাব ব্যক্ত করা হইয়াছে ॥৯॥

অন্যদেবাহুর্বিদ্যয়াঽন্যদাহুরবিদ্যয়া।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০॥

অন্বয় ঃ বিদ্যয়া (দেবতাজ্ঞান দ্বারা) অন্যৎ এব (পৃথক ফলই) [জ্ঞানীরা] আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। [আবার] অবিদ্যয়া (কর্মের দ্বারা) অন্যৎ এব (পৃথক ফলই) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। ইতি (এই প্রকার) ধীরাণাং (ধীমানদিগের) [উক্তি] শুশ্রুম (শুনিয়াছি) যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদিগের নিকট) তদ্ (সেই উপাসনা ও কর্ম) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ॥১০॥

মূলানুবাদ ঃ উপাসনার পৃথক ফল এবং কর্মের পৃথক ফল ইহা

তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। ইহা আমরা সেই ধীমানগণের নিকট শুনিয়াছি যাঁহারা আমাদিগের নিকট উপাসনা ও কর্মের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥১০॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ তত্র অবান্তরফলভেদং বিদ্যাকর্মণোঃ সমুচ্চয়কারণমাহ। অন্যথা ফলবদফলবতোঃ সন্নিহিতয়োঃ অঙ্গাঙ্গিতয়া জামিতৈব স্যাদিতি — অন্যৎ পৃথগেব বিদ্যয়া ক্রিয়তে ফলমিত্যাহুর্বদন্তি, "বিদ্যয়া দেবলোকঃ", "বিদ্যয়া তদারোহন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। অন্যদাহুরবিদ্যয়া কর্মণা ক্রিয়তে, "কর্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি শ্রুতেঃ। ইতি এবং শুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং ধীরাণাং ধীমতাং বচনম্ ; যে আচার্যা নোহস্মভ্যং তৎ কর্ম চ জ্ঞানং চ বিচচক্ষিরে ব্যাখ্যাতবন্তঃ, তেষাময়মাগমঃ পারম্পর্যাগত ইত্যর্থঃ ॥১০॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ উপাসনা ও কর্মের সমুচ্চয়ের কারণহেতু উভয়ের অবান্তর অর্থাৎ পৃথক পৃথক ফলভেদ উল্লিখিত হইয়াছে। নতুবা সন্নিহিত ফলযুক্ত ও ফলহীন কর্মদ্বয় পরস্পর অঙ্গী ও অঙ্গ হওয়াতে অসঙ্গতি হইবে। দেবতাজ্ঞান (উপাসনা) দ্বারা অন্য অর্থাৎ পৃথক ফল উৎপাদিত হয়, ইহা [শাস্ত্রজ্ঞগণ] বলেন, কেননা 'উপাসনার ফলে দেবলোক প্রাপ্তি', 'উপাসনাদ্বারা সেই দেবলোকে আরোহণ করে' এই প্রকার শ্রুতিবাক্য আছে। আর অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মের দ্বারা পৃথক ফল উৎপাদিত হয়, কারণ 'কর্মের দ্বারা পিতৃলোক প্রাপ্তি' এইপ্রকার শ্রুতিবাক্য আছে। এই প্রকার আমরা ধীর অর্থাৎ বুদ্ধিমানগণের উক্তি শুনিয়াছি। যে সকল আচার্যগণ আমাদিগকে সেই কর্ম ও জ্ঞান ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তাঁহাদের এই উপদেশ পরম্পরাক্রমে আগত, ইহাই তাৎপর্য ॥১০॥

তাৎপর্য ঃ নবম মন্ত্রে উপাসনা ও শাস্ত্রীয় কর্মের সমুচ্চয়ের উদ্দেশ্যে উভয়ের পৃথক অনুষ্ঠানের নিন্দা করা হইয়াছে। ইহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, একটি হয়ত অন্যটির অঙ্গ। তাই সেই সংশয় নিরসনের জন্য ১০ম মন্ত্রের পৃথক পৃথক ফলের উল্লেখ করা হইয়াছে। পৃথক পৃথক ফলযুক্ত কর্মদ্বয়ের অঙ্গ অঙ্গী সম্পর্ক থাকে না, কারণ অঙ্গী বা প্রধান কর্মের ফলোল্লেখ থাকে, অঙ্গের আলাদা ফল থাকে না। অঙ্গী অর্থাৎ প্রধান কর্মের যাহা ফল, অঙ্গ কর্মেরও তাহাই ফল। অঙ্গীর অনুষ্ঠানে অঙ্গ কর্মের অনুষ্ঠান অবশ্য কর্তব্য। অন্যথা সেই অঙ্গী কর্ম নিষ্পন্নই হইতে পারে না। কাজেই একত্রে অবশ্য করণীয় বলিয়া অঙ্গীর সহিত অঙ্গের সমুচ্চয়ের প্রসঙ্গ আসে না। এক্ষণে যদি সন্নিহিত কর্মদ্বয়ের মধ্যে একটির ফলের উল্লেখ থাকে এবং অপরটির থাকে না তবে ফলশূন্য কর্মটি ফলযুক্ত কর্মের অঙ্গ হইয়া যায়। কিন্তু এখানে উপাসনা ও কর্ম উভয়েরই পৃথক ফল আছে বলিয়া

তাহাদের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাব নাই এবং এই পৃথক পৃথক ফলই তাহাদের সমুচ্চয়ের হেতু। শাস্ত্রীয় এই সিদ্ধান্ত আচার্য পরম্পরাক্রমে শিষ্যপরম্পরায় জানা গিয়াছে ॥ ১০ ॥

বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে ।। ১১।।

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) বিদ্যাং চ (উপাসনা) চ অবিদ্যাং (এবং কর্ম) তৎ (এই) উভয়ং (উভয়কে) সহ (একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া) বেদ (জানেন অর্থাৎ জানিয়া অনুষ্ঠান করেন) [তিনি] অবিদ্যয়া (কর্মের দ্বারা) মৃত্যুং (স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) বিদ্যয়া (উপাসনার দ্বারা) অমৃতম্ (দেবাত্মভাব) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ ঃ যিনি উপাসনা ও শাস্ত্রীয় কর্ম এই উভয়কে একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানিয়া সমুচ্চিতভাবে অনুষ্ঠান করেন তিনি শাস্ত্রীয় কর্মের দ্বারা স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া উপাসনার দ্বারা দেবাত্মভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১১ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ যত এবম্, অতঃ বিদ্যাং চ অবিদ্যাং চ — দেবতাজ্ঞানং কর্ম চেত্যর্থঃ যস্তৎ এতদুভয়ং সহ একেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ং বেদ, তস্যৈবং সমুচ্চয়কারিণ এব একপুরুষার্থসম্বন্ধঃ ক্রমেণ স্যাদিত্যুচ্যতে। অবিদ্যয়া কর্মণা— অগ্নিহোত্রাদিনা মৃত্যুং স্বাভাবিকং কর্ম জ্ঞানং চ মৃত্যুশব্দবাচ্যম্, তদুভয়ং তীর্ত্বা অতিক্রম্য, বিদ্যয়া দেবতাজ্ঞানেন অমৃতং দেবতাত্মভাবম্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। তদ্ধি অমৃতমুচ্যতে, যদ্দেবতাত্মগমনম্ ॥ ১১ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ যেহেতু এই প্রকার [ভিন্নফল] অতএব বিদ্যা এবং অবিদ্যা অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান এবং কর্ম — এই উভয়কে যিনি একইসঙ্গে একই পুরুষকর্তৃক অনুষ্ঠানযোগ্য বলিয়া জানেন [অর্থাৎ জানিয়া সমুচ্চয় করেন] এই প্রকার সমুচ্চয়কারীর এক পুরুষার্থসম্বন্ধ (দুইটি ফলই এক ব্যক্তির) ক্রমশঃ হয়—তাহা এখন বলা হইতেছে। অবিদ্যা অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্মের দ্বারা মৃত্যু মানে মৃত্যুশব্দবাচ্য স্বাভাবিক কর্ম ও জ্ঞান— এই উভয়কে তীর্ত্বা মানে অতিক্রম করিয়া, বিদ্যা অর্থাৎ দেবতার উপাসনা দ্বারা অমৃত মানে দেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। দেবতার যে স্বরূপপ্রাপ্তি তাহাই অমৃত বলিয়া কথিত হয় ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য ঃ কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়কারীর কি ফল লাভ হয় তাহাই একাদশ মন্ত্রে

বলিতেছেন। শাস্ত্রীয় কর্মের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া উপাসনার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয়। এখানে মৃত্যু মানে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম। বাহ্য আপাতরমণীয় বিষয়ে অনুরক্ত হওয়া ইন্দ্রিয় মনের স্বভাব। কিন্তু শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানের ফলে স্বভাবজাত বা স্বাভাবিক এই অশাস্ত্রীয় ও নিষিদ্ধ কর্মের এবং জানিবার প্রবৃত্তির দুঃখময় ফলের হাত হইতে পরিত্রাণ হয়। এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন শাস্ত্রীয় কর্মের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম হয়। আর উপাসনার দ্বারা যে অমৃত লাভ বলা হইয়াছে তাহা মুক্তি অর্থে নয়। কারণ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত এই যে, আত্মজ্ঞান হইতেই মুক্তি হয়। এখানে অমৃতত্ব মানে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বা হিরণ্যগর্ভের স্বরূপপ্রাপ্তি। মুক্তি অর্থ ছাড়াও দেবভাব প্রাপ্তি, ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি অর্থাৎ প্রলয়পর্যন্ত অবস্থিতি ইত্যাদিকে গৌণভাবে অমৃতত্ব বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে! পার্থিব জীবনের ও আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মলোকবাসীর পরমায়ু ও আনন্দ অনেক অনেক বেশি বলিয়া তাহাকে আপেক্ষিকভাবে অমৃত বলা হইয়াছে ॥১১॥

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসম্ভূতিমুপাসতে ।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ ॥১২॥

অন্বয় ঃ যে (যাহারা) অসম্ভূতিম্ (প্রকৃতিকে) উপাসতে (উপাসনা করে) [তাহারা] অন্ধং (অদর্শনাত্মক) তমঃ (অজ্ঞানান্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবিষ্ট হয়)। যে উ (যাহারা কিন্তু) সম্ভূত্যাং (হিরণ্যগর্ভে) রতাঃ (অভিরত হয়) তে (তাহারা) ততঃ (তাহা হইতে) ভূয়ঃ (অধিকতর) ইব [এব] (হি) তমঃ (অন্ধকারে) প্রবিশন্তি (প্রবিষ্ট হয়)॥ ১২॥

মূলানুবাদ ঃ যাহারা প্রকৃতির উপাসনা করে তাহারা অদর্শনাত্মক অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা হিরণ্যগর্ভের উপাসনা করে তাহারা তাহা হইতে অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয় ॥ ১২॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ অধুনা ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনয়োঃ সমুচ্চিচীষয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিম্,' সম্ভবনং সম্ভূতিঃ, সা যস্য কার্যস্য, সা সম্ভূতিঃ । তস্যা অন্যা অসম্ভূতিঃ প্রকৃতিঃ— কারণমবিদ্যা অব্যাকৃতাখ্যা; তাম্ অসম্ভূতিম্ অব্যাকৃতাখ্যাং প্রকৃতিং কারণমবিদ্যাং কামকর্মবীজভূতাম্ অদর্শনাত্মিকাম্ উপাসতে যে তে তদনুরূপমেব অন্ধং তমোঽদর্শনাত্মকং প্রবিশন্তি। ততস্তস্মাদপি ভূয়ো বহুতরমিব তমঃ তে প্রবিশন্তি, যে উ সম্ভূত্যাং কার্যব্রহ্মণি হিরণ্যগর্ভাখ্যে রতাঃ ॥ ১২ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ এক্ষণে (এই ১২শ মন্ত্রে) ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাসনাদ্বয়ের সমুচ্চয়

করিবার ইচ্ছা হেতু প্রত্যেকের নিন্দা কথিত হইতেছে, ''অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অসম্ভূতিম্'' ইত্যাদি মন্ত্রে। উৎপত্তির নাম সম্ভূতি, তাহা যে কার্যের ধর্ম তাহাকেও সম্ভূতি বলে। তাহা হইতে ভিন্ন অসম্ভূতি—প্রকৃতি, কারণ, অবিদ্যা, অব্যাকৃত ইত্যাদি নামে পরিচিত। সেই অসম্ভূতিকে অর্থাৎ অব্যাকৃত নামক প্রকৃতিকে বা কারণকে অর্থাৎ কামনা ও কর্মের বীজস্বরূপ অদর্শনাত্মক অবিদ্যাকে যাহারা উপাসনা করে, তাহারা সেই প্রকৃতির অনুরূপ অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। তাহা হইতেও অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ করে, যাহারা সম্ভূতি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ নামক কার্যব্রহ্মে [উপাসনা] রত হয়। ।। ১২।।

তাৎপর্য ঃ যাহা সম্ভূত বা উৎপন্ন হয় তাহাই সম্ভূতি। কাজেই সম্ভূতি মানে কার্য। এখানে কার্য বলিতে লক্ষণার দ্বারা আদি কার্য হিরণ্যগর্ভকে গ্রহণ করা হইয়াছে। যাহা সম্ভূতি বা কার্য নয়—কারণ, তাহাই অসম্ভূতি। কাজেই জগতের সাক্ষাৎ কারণ মায়াই এখানে অসম্ভূতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সাংখ্য দর্শনে ইহাকেই প্রকৃতি বলা হয়, আর বেদান্ত দর্শনে ইহাকে মায়া বা অবিদ্যা বলা হয়। দ্বাদশ মন্ত্রে উক্ত 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি' এবং 'ততো ভূয় ইব তে তমো' অংশের ভাব এই যে, যাবতীয় মিথ্যা প্রপঞ্চের মূলকারণ অবিদ্যার উপাসনায় উপাসক, উপাস্য অজ্ঞানের সদৃশ অন্ধকারে প্রবেশ করেন! আর যাহারা সম্ভূতি অর্থাৎ কার্যব্রহ্মের উপাসনা করেন তাহাদের কতকগুলি ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ হয় বটে কিন্তু ইহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার ফলে মুক্তি লাভ সুদূরপরাহত হয়। ফলে তাঁহারা যেন আরও গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। আর তাছাড়া কারণস্বরূপ অব্যাকৃত উপাসনার ফল যেখানে গভীর অন্ধকারে প্রবেশ, সেখানে কার্যস্বরূপ হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফলে অধিকতর অন্ধকারে প্রবেশ তো স্বাভাবিক। তবে নবম মন্ত্রের ন্যায় এখানেও সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উপাসনার নিন্দাতে তাৎপর্য নয়। কারণ শাস্ত্রেতেই উভয় উপাসনার বিধান আছে। তাই এখানে নিন্দার তাৎপর্য হইতেছে ইহাই বুঝাইতে যে, সমুচ্চিতভাবে উভয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইবে যাহাতে উভয় উপাসনার অনুষ্ঠানের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়॥ ১২॥

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যাদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥ ১৩ ॥

অন্বয় ঃ সম্ভবাৎ (কার্যব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা) অন্যৎ এব (পৃথক ফলই) [জ্ঞানিগণ] আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। [আর] অসম্ভবাৎ (প্রকৃতির উপাসনা হইতে) অন্যৎ এব (পৃথক ফলই) আহুঃ (বলিয়া থাকেন)। ইতি (এই প্রকার) ধীরাণাং (ধীমানদিগের) [উক্তি] শুশ্রুম

(শুনিয়াছি) যে (যাঁহারা) নঃ (আমাদিগের নিকট) তদ্ (সেই কার্যব্রহ্ম ও প্রকৃতির উপাসনা) বিচচক্ষিরে (ব্যাখ্যা করিয়াছেন) ॥ ১৩॥

মূলানুবাদ ঃ জ্ঞানিগণ কার্যব্রহ্মের উপাসনা হইতে পৃথক ফল এবং প্রকৃতির উপাসনা হইতে পৃথক ফল বলিয়া থাকেন। এই প্রকার ধীমানদিগের উক্তি আমরা শুনিয়াছি যাঁহারা আমাদিগের নিকট সেই কার্যব্রহ্ম ও প্রকৃতির উপাসনা ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১৩॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ অধুনোভয়োরুপাসনয়োঃ সমুচ্চয়-কারণম্ অবয়বফল-ভেদমাহ—অন্যদেব পৃথগেব আহুঃ ফলং সম্ভবাৎ সম্ভূতেঃ কার্যব্রহ্মোপাসনাৎ অণিমাদ্যৈশ্বর্য-লক্ষণং আখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ। তথা চ অন্যদাহুরসম্ভবাৎ অসম্ভূতেঃ অব্যাকৃতাৎ অব্যাকৃতোপাসনাৎ। যদুক্তম্ —"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" ইতি, প্রকৃতিলয় ইতি চ পৌরাণিকৈরুচ্যতে, ইত্যেবং শুশ্রুম ধীরাণাং বচনম্, যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ব্যাকৃতাব্যাকৃতোপাসনফলং ব্যাখ্যাতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ এক্ষণে উভয়বিধ উপাসনার সমুচ্চয়ের কারণহেতু উহাদের ফলের যে ভেদ তাহা কথিত হইতেছে— 'অন্যদেবাহুঃ' এই (১৩শ) মন্ত্রে। সম্ভব বা সম্ভূতি হইতে অর্থাৎ কার্যব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভের) উপাসনা হইতে অন্য মানে অণিমাদি ঐশ্বর্যরূপ পৃথক ফলই বলিয়াছেন অর্থাৎ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইহাই তাৎপর্য। আর অসম্ভব বা অসম্ভূতি বা অব্যাকৃত হইতে অর্থাৎ অব্যাকৃতের উপাসনা হইতে ভিন্ন ফল বলিয়াছেন। যাহা 'অজ্ঞান অন্ধকারে প্রবেশ করে' ইত্যাদি ব্যাক্যে বলা হইয়াছে এবং পৌরাণিকগণ যাহাকে প্রকৃতিলয় বলিয়া থাকেন, এই প্রকারই আমরা ধীমানগণের বাক্য শুনিয়াছি যাঁহারা আমাদিগকে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত উপাসনার ফল ব্যাখ্যা করিয়াছেন — ইহাই তাৎপর্য॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য ঃ দশম মন্ত্রের ন্যায় এই ত্রয়োদশ মন্ত্রে উভয় উপাসনার পৃথক পৃথক ফল উল্লিখিত হইতেছে যাহাতে ভুল ধারণা না হয় যে, ইহাদের একটি অপরটির অঙ্গ অর্থাৎ একটি প্রধান কর্ম ও অপরটি তাহার অঙ্গ। পৃথক ফলদ্বয়ের উল্লেখের দ্বারা সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উপাসনারূপ কর্মদ্বয়ের সমুচ্চয়ই এখানে বিবক্ষিত হইয়াছে। আর পূর্বে একাদশ মন্ত্রে সম্ভূতি বা হিরণ্যগর্ভের উপাসনার ফলে দেবতাত্মভাবে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের স্বরূপপ্রাপ্তি এবং বর্তমান মন্ত্রে ঐ উপাসনার ফলে অণিমাদি ঐশ্বর্যলাভ উক্ত হওয়াতে কোন অসামঞ্জস্য হয় না যেহেতু হিরণ্যগর্ভের জন্মের সাথে সাথেই অণিমাদি ঐশ্বর্যলাভ হইয়া থাকে। ॥১৩॥

সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বাঽসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে ॥ ১৪ ॥

অন্বয় ঃ যঃ (যিনি) সম্ভূতিং অর্থাৎ অসম্ভূতিং (প্রকৃতিকে) বিনাশং চ (ও কার্যব্রহ্মাকে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে) তদ্ (সেই) উভয়ং (উভয়কে) সহ (এক সঙ্গে অর্থাৎ একই ব্যক্তির উপাস্যরূপে) বেদ (জানেন) [সঃ] [তিনি] বিনাশেন (বিনাশী হিরণ্যগর্ভের উপাসনা দ্বারা) মৃত্যুং (অধর্ম ও কামনাদি দোষোৎপন্ন অনৈশ্বর্যরূপ মৃত্যুকে) তীর্ত্বা (অতিক্রম করিয়া) অসম্ভূত্যা (প্রকৃতির উপাসনা সহায়ে) অমৃতম্ (প্রকৃতিলয়রূপ অমৃত) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন)॥ ১৪॥

মূলানুবাদ ঃ যিনি প্রকৃতি ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়কে একই ব্যক্তির উপাস্যরূপে জানেন অর্থাৎ সমুচ্চিতভাবে করিতে হইবে জানিয়া সেইভাবে উপাসনা করেন, তিনি হিরণ্যগর্ভের উপাসনা সহায়ে অনৈশ্বর্যরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনা সহায়ে প্রকৃতিলয়রূপ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন॥ ১৪॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ যত এবম্, অতঃ সমুচ্চয়ঃ সম্ভূত্যসম্ভূত্যুপাসনয়োর্যুক্ত এবৈক-পুরুষার্থত্বাচ্চ, ইত্যাহ—সম্ভূতিং চ বিনাশং যস্তদ্বেদোভয়ংসহ। বিনাশেন—বিনাশো ধর্মো যস্য কার্যস্য, সঃ; তেন ধর্মিণা অভেদেন উচ্যতে বিনাশ ইতি। তেন তদুপাসনেন অনৈশ্বর্যম্ অধর্মকামাদিদোষজাতং চ মৃত্যুং তীর্ত্বা, হিরণ্যগর্ভোপাসনেন হ্যণিমাদিপ্রাপ্তিঃ ফলম্, তেনানৈশ্বর্যা-দিমৃত্যুমতীত্য অসম্ভূত্যা অব্যাকৃতোপাসনয়া অমৃতং প্রকৃতিলয়লক্ষণমশ্নুতে। "সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ" ইত্যত্র অবর্ণলোপেন নির্দেশো দ্রষ্টব্যঃ, প্রকৃতিলয়ফল-শ্রুত্যনুরোধাৎ ॥১৪॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ যেহেতু এই প্রকার (পৃথক্ফল) অতএব সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উপাসনার সমুচ্চয় হওয়া উচিত। আর একই ব্যক্তির [উপাস্যরূপে] অনুষ্ঠেয় বলিয়াও সমুচ্চয় যুক্তিযুক্ত; ইহাই [শ্রুতি] বলিতেছেন 'যিনি সম্ভূতি [মানে প্রকৃতপক্ষে অসম্ভূতি] ও বিনাশ এই উভয়ের একসঙ্গে অর্থাৎ সমুচ্চিত উপাসনা জানেন তিনি' ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা। বিনাশ যে কার্যের (হিরণ্যগর্ভের) ধর্ম, সেই [বিনাশ] ধর্মের সঙ্গে অভেদ হওয়ায় ধর্মীকে (অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদিকে) বিনাশ বলা হইয়াছে। তাহার দ্বারা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপাসনাদ্বারা অধর্ম ও কামনাদি দোষোৎপন্ন অনৈশ্বর্যরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া, কারণ হিরণ্যগর্ভের উপাসনাদ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তিরূপ ফল হয়; অতএব ইহার (হিরণ্যগর্ভোপাসনার) দ্বারা

অনৈশ্বর্যাদিরূপ মৃত্যু অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতি অর্থাৎ অব্যক্ত-উপাসনাদ্বারা প্রকৃতিলয়রূপ অমৃত প্রাপ্ত হন। 'সম্ভূতিং চ বিনাশং চ' এই স্থানে (অর্থাৎ সম্ভূতিপদে) প্রকৃতিলয়রূপ ফলবর্ণনকারী শ্রুতির অনুরোধে অ-বর্ণের লোপ করিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে— ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য ঃ এই মন্ত্রে বিনাশ শব্দের অর্থ বিনাশ ধর্মবিশিষ্ট কার্য অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ এবং বিনাশেন এই পদে লক্ষণার দ্বারা বিনাশের উপাসনা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপাসনা বুঝানো হইয়াছে। এখন বিনাশ শব্দের অর্থ কার্য বা সম্ভূতি হইলে অথচ শ্লোকস্থ সম্ভূতি শব্দের অর্থ পরিবর্তিত না হইলে সম্ভূতির পুনরুক্তি এবং অসম্ভূতির অনুল্লেখ থাকিয়া যায়। অধিকন্তু পূর্ববর্তী ১২শ ও ১৩শ মন্ত্রে অসম্ভূতি পদের দ্বারা প্রকৃতির উপাসনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। আর বর্তমান মন্ত্রে সমুচ্চিতভাবে প্রকৃতির উপাসনাতে যেখানে তাৎপর্য সেখানে প্রকৃতিবোধক কোন পদের উল্লেখ থাকিতেছে না। কাজেই 'বহুলং ছন্দসি' এই সূত্রানুসারে অসম্ভূতি পদের অ-বর্ণ লোপ করিয়া নির্দেশিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে অর্থাৎ সম্ভূতিকে অসম্ভূতি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর প্রলয়ে সকল জীবই প্রকৃতিলীন হইলেও প্রলয়ান্তে সৃষ্টি কার্য শুরু হইলে জীব কর্মানুসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু সমুচ্চয়কারী প্রকৃতিলীন বহু বহু কল্প পর্যন্ত প্রকৃতিলীন থাকেন বলিয়া কল্পান্তে অপর জীবের জন্মমৃত্যুরূপ যে দুঃখ তাহা হইতে বহু বহু কাল মুক্ত থাকেন। সেইজন্য সমুচ্চয়কারীর প্রকৃতিলীন হওয়াকে আপেক্ষিকভাবে অমৃত বলা হইয়াছে।

উপাসনা বা কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটিলে সেই ব্রহ্মলোকবাসী-গণের মধ্যে উচ্চাধিকারিগণ মহাপ্রলয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুঃশেষে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়া মুক্ত হইয়া যান। কিন্তু অধিকাংশ পুনরাবর্তন করেন। কাজেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলেও আবার চ্যুতি ঘটিতে পারে। কাজেই যদি সম্ভূতি উপাসনার সহিত প্রকৃতি উপাসনার সমুচ্চয় করা হয় তবে মর্তে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে প্রকৃতিলীন হইয়া বহু বহু কল্প জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখের হাত হইতে নিস্তার লাভ সম্ভব হয়। কাজেই ব্রহ্মলোক হইতে প্রকৃতিলীন হওয়ার জন্য সম্ভূতি উপাসনার সহিত অসম্ভূতি উপাসনার সমুচ্চয় ॥ ১৪ ॥

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্ ।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫॥

অন্বয় ঃ হিরণ্ময়েন (সুবর্ণময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময়) পাত্রেণ (আচ্ছাদক পাত্রের দ্বারা) সত্যস্য (সত্যনামক হিরণ্যগর্ভের) মুখম্ (দ্বার) অপিহিত (আচ্ছাদিত হইয়া আছে)। পূষন্ (জগৎ পরিপোষক আদিত্য) ত্বং (তুমি) সত্যধর্মায় (শাস্ত্রবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠানকারী আমার) দৃষ্টয়ে (দর্শনের জন্য) তৎ (উক্ত আচ্ছাদক) অপাবৃণু (অপসারিত কর) ॥ ১৫॥

মূলানুবাদ ঃ জ্যোতির্ময় পাত্রের দ্বারা সত্য-নামক হিরণ্যগর্ভের দ্বার আচ্ছাদিত আছে। জগৎ পরিপোষক হে আদিত্য! তুমি, শাস্ত্রবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠানকারী আমার দর্শনের জন্য ঐ আচ্ছাদক পাত্র অপসারিত কর॥ ১৫॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ মানুষ-দৈববিত্তসাধ্যং ফলং শাস্ত্রলক্ষণং প্রকৃতিলয়াত্তম্। এতাবতী সংসারগতিঃ। অতঃ পরং পূর্বোক্তম্ "আত্মৈবাভূদ্‌বিজানতঃ" ইতি সর্বাত্মভাব এব সর্বৈষণাসন্ন্যাস-জ্ঞাননিষ্ঠাফলম্। এবং দ্বিপ্রকারঃ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিলক্ষণো বেদার্থোঽত্র প্রকাশিতঃ। তত্র প্রবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য বিধিপ্রতিষেধলক্ষণস্য কৃৎস্নস্য প্রকাশনে প্রবর্গ্যান্তং ব্রাহ্মণমুপযুক্তম্। নিবৃত্তিলক্ষণস্য বেদার্থস্য প্রকাশনে অত ঊর্ধ্বং বৃহদারণ্যকমুপযুক্তম্। তত্র নিষেকাদিশ্মশানান্তং কর্ম কুর্বন্ জিজীবিষেদ্ যো বিদ্যয়া সহাপরব্রহ্মবিষয়য়া, তদুক্তং "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যস্তদ্‌বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে" ইতি। তত্র কেন মার্গেণ অমৃতত্বম্ অশ্নুতে ইত্যুচ্যতে— "তদ্ যৎ তৎ সত্যমসৌ স আদিত্যঃ, য এষ এতস্মিন্ মণ্ডলে পুরুষঃ, যশ্চায়ং দক্ষিণেঽক্ষন্ পুরুষঃ" এতদুভয়ং সত্যং (বৃঃ উঃ ৫। ৫।২) ব্রহ্মোপাসীনো যথোক্তকর্মকৃচ্চ যঃ, সোঽন্তকালে প্রাপ্তে সত্যাত্মানমাত্মনঃ প্রাপ্তিদ্বারং যাচতে 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ'। হিরণ্ময়মিব হিরণ্ময়ং জ্যোতির্ময়মিত্যেতৎ। তেন পাত্রেণেব অপিধানভূতেন সত্যস্য আদিত্যমণ্ডলস্থস্য ব্রহ্মণঃ অপিহিতম্ আচ্ছাদিতং মুখং দ্বারম্, তৎ ত্বং হে পূষন্ অপাবৃণু অপসারয়, সত্যধর্মায় — তব সত্যস্য উপাসনাৎ সত্যং ধর্মো যস্য মম সোঽহং সত্যধর্মা তস্মৈ মহ্যম্, অথবা যথাভূতস্য ধর্মস্যানুষ্ঠাত্রে দৃষ্টয়ে তব সত্যাত্মন উপলব্ধয়ে ॥১৫॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ শাস্ত্রবিহিত প্রকৃতিলয় পর্যন্ত [অনিত্য] সমস্ত ফল মানুষবিত্ত (অর্থাৎ গবাদি পশু, ভূমি, স্বর্ণ ইত্যাদি) ও দৈববিত্ত (অর্থাৎ উপাসনা) দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই পর্যন্ত সংসারের গতি। ইহার (সংসার গতির) পর পূর্বকথিত 'আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ' ইত্যাদিরূপে সম্পূর্ণ কামনাত্যাগপূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠার ফলরূপে বর্ণিত সর্বাত্মভাব। এইরূপে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিরূপ দুই প্রকার বেদপ্রতিপাদ্য অর্থ এখানে (এই ঈশোপনিষদে শেষ ১০টি মন্ত্রে এবং ৩য়-৮ম ইত্যাদি ৬টি মন্ত্রে) প্রকাশিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে বিধিনিষেধাত্মক সমগ্র প্রবৃত্তিলক্ষণ বেদার্থের (কর্মের) প্রকাশনে প্রবর্গ্য পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ভাগ (শতপথ ব্রাহ্মণ) উপযোগী। [আর] নিবৃত্তিলক্ষণ বেদার্থের (ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানের) প্রকাশনে ইহার পরবর্তী বৃহদারণ্যকই

উপযোগী। এতন্মধ্যে যে ব্যক্তি নিষেকাদি হইতে মৃত্যুর পূর্ব (অর্থাৎ দশবিধ সংস্কার) পর্যন্ত [বেদবিহিত] কর্মের অনুষ্ঠান, অপরব্রহ্মবিষয়ক উপাসনার সহিত [সমুচ্চিত] করিয়া [সৎভাবে] বাঁচিতে ইচ্ছা করে তাহা (অর্থাৎ সেই সমুচ্চয়ের কথা) [১১শ মন্ত্রে] উক্ত হইয়াছে " যিনি উপাসনা ও কর্ম এই উভয়কে একই সঙ্গে অনুষ্ঠেয় জানিয়া অনুষ্ঠান করেন তিনি কর্মের দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া উপাসনার দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন", ইত্যাদিরূপে। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া এই অমৃতত্ব প্রাপ্তি হয় তাহা কথিত হইতেছে। সেই যিনি সত্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ইনিই সেই আদিত্য। সূর্যমণ্ডলস্থিত যে এই পুরুষ এবং দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ এই উভয়ই সত্যব্রহ্ম অর্থাৎ কার্যব্রহ্ম। যিনি এই কার্যব্রহ্মের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের উপাসক এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠানকারী তিনি মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে সত্য আত্মা অর্থাৎ সত্যব্রহ্মের নিকট নিজের প্রাপ্তিদ্বার প্রার্থনা করেন 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ' ইত্যাদি মন্ত্রে।

সুবর্ণের মতো যাহা তাহা হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ময়। সেই আচ্ছাদক পাত্রের দ্বারা আদিত্যমণ্ডলস্থিত সত্যব্রহ্মের অর্থাৎ কার্যব্রহ্মের মুখ অর্থাৎ দ্বার আচ্ছাদিত আছে। হে পূষন্! তুমি তাহা (হিরণ্ময় আচ্ছাদক পাত্র) অপাবৃত অর্থাৎ অপসারণ কর, সত্যের (কার্যব্রহ্মের) উপাসনার ফলে সত্য হইয়াছে ধর্ম যাহার এই প্রকার আমি যে সত্যধর্মা সেই আমার জন্য অথবা যথাভূত মানে শাস্ত্রবিহিত ধর্মের অনুষ্ঠানকারী আমার দৃষ্টির জন্য অর্থাৎ তোমার সত্যস্বরূপ উপলব্ধির জন্য ॥১৫॥

তাৎপর্য ঃ এখানেও পুনরায় ১৫শ হইতে ১৮শ মন্ত্রের এই প্রার্থনাপ্রকরণে 'ব্রহ্ম', 'সোঽহমস্মি' ইত্যাদি পদসকলের নিমিত্ত ইহা জ্ঞাননিষ্ঠের প্রকরণ বলিয়া সংশয় হইবার সম্ভাবনায় তন্নিরসনার্থ ইহা যে কর্মনিষ্ঠের প্রকরণ তাহা ভাষ্যে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। যাহা উৎপাদ্য বা সৃষ্ট তাহা অনিত্য হইয়া থাকে। কাজেই শাস্ত্রীয়কর্ম যজ্ঞাদি ও মানসকর্ম উপাসনাদির সমুচ্চয়ে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি এবং ক্রমে প্রকৃতিলয় প্রাপ্তিও সাধ্য বলিয়া অনিত্য। ব্রহ্মানুভূতি বা মুক্তি কোন কিছুর ফলে লভ্য নহে, তাই উহা নিত্য। এইপ্রকার প্রবৃত্তিলক্ষণ বেদার্থ অর্থাৎ কর্মের কথা শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। আর নিবৃত্তিলক্ষণ বেদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্ব ও মুক্তির কথা বৃহদারণ্যকে বর্ণিত আছে। এতন্মধ্যে কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়কারী, সম্ভূতি ও অসম্ভূতি উপাসনার সমুচ্চয়ে প্রকৃতিলয়রূপ আপেক্ষিক অমৃতত্ব প্রাপ্তির জন্য আদিত্যমণ্ডল বা চক্ষু প্রভৃতি আলম্বন বিশেষে স্বীয় উপাস্যের উপাসনা করেন। উক্ত সমুচ্চয়কারীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে উত্তর মার্গে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে সত্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের নিকট বাধা নির্মুক্তির জন্য যাচ্ঞা করিতে হয়। কারণ উত্তর মার্গে গমনকারীরা সূর্যমণ্ডলের মধ্য দিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন কিন্তু

আদিত্য এই ব্রহ্মলোক-গমনেচ্ছুগণের পথ অবরোধ করিয়া থাকেন। তবে যথার্থ উপাসক উপস্থিত হইলে তাঁহাকে প্রবেশদ্বার ছাড়িয়া দেন। ক্রমে সেই উপাসক বিবিধ বাধা মুক্ত হইয়া শারীর ও মানস দুঃখ বিবর্জিত ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন— ইহা বৃহদারণ্যকে উল্লিখিত আছে। কাজেই শাস্ত্রীয়কর্ম ও সত্যব্রহ্মের উপাসক মৃত্যুকালে 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা আচ্ছাদক তেজ বা রশ্মিপাত্রের অর্থাৎ বাধা অপসারণের জন্য আদিত্যের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি ।
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি ।। ১৬।।

অন্বয় ঃ পূষন্ (হে জগৎ পরিপোষক) একর্ষে (একাকী গমনকারী) যম (নিয়ন্তা) সূর্য (রশ্মি, প্রাণ ও রসসমূহের গ্রাহক) প্রাজাপত্য (প্রজাপতির অপত্য) ব্যূহ (দূর কর) রশ্মিন্ (রশ্মিসমূহকে), তেজঃ (জ্যোতি) সমূহ (সংবরণ কর), তে (তোমার) যৎ (যে) কল্যাণতমং (অতিশয় শোভন) রূপম্ (রূপ) তৎ (তাহা) তে (তোমার কৃপায়) পশ্যামি (দেখিব)। যঃ (যে) অসৌ (ঐ আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত) পুরুষঃ (পুরুষ) অসৌ সঃ (সেই পুরুষ) অহম্ অস্মি (আমিই) ॥ ১৬॥

মূলানুবাদ ঃ হে জগৎ পরিপোষক, একাকী গমনকারী, নিয়ন্তা, সূর্য, প্রজাপতির অপত্য! তোমার রশ্মিসমূহ দূর কর, তেজ সংবরণ কর। তোমার যে অতিশয় শোভন রূপ তাহা তোমার কৃপায় দেখিব। ঐ আদিত্যমণ্ডলে অবস্থিত যে পুরুষ, সেই পুরুষ আমিই ॥ ১৬॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ হে পূষন্! জগতঃ পোষণাৎ পূষা রবিঃ, তথৈক এব ঋষতি গচ্ছতীত্যেকর্ষিঃ, হে একর্ষে ! তথা সর্বস্য সংযমনাদ্ যমঃ, হে যম! তথা রশ্মীনাং প্রাণানাং রসানাঞ্চ স্বীকরণাৎ সূর্যঃ, হে সূর্য! প্রজাপতেরপত্যং প্রাজাপত্যঃ, হে প্রাজাপত্য ! ব্যূহ বিগময় রশ্মীন্ স্বান্।সমূহ একীকুরু উপসংহর তেজস্তাবকং জ্যোতিঃ। যৎ তে তব রূপং কল্যাণতমমত্যন্তশোভনম্, তৎ তে তবাত্মনঃ প্রসাদাৎ পশ্যামি। কিঞ্চ, অহং ন তু ত্বাং ভৃত্যবদ্ যাচে, যোঽসাবাদিত্যমণ্ডলস্থো অসৌ ব্যাহৃত্যবয়বঃ পুরুষঃ পুরুষাকারত্বাৎ, পূর্ণং বা অনেন প্রাণবুদ্ধ্যাত্মনা জগৎসমস্তমিতি পুরুষঃ, পুরি শয়নাদ্বা পুরুষঃ, সোঽহমস্মি ভবামি ॥ ১৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ পূষন্ ইত্যাদি (মন্ত্রৈকদেশ)। হে পূষন্! জগৎকে পোষণ করেন বলিয়া সূর্য হইতেছেন পূষা, তথা একাকী গমন করেন এইজন্য একর্ষি, হে একর্ষে! আর সকলকে নিয়মিত করেন বলিয়া যম; হে যম! আর রশ্মি, প্রাণ ও রসসমূহের গ্রাহক বলিয়া সূর্য; হে সূর্য! প্রজাপতির অপত্য প্রাজাপত্য; হে প্রাজাপত্য! স্বীয় রশ্মিসমূহকে ব্যূহ অর্থাৎ দূর কর। তেজ অর্থাৎ তোমার জ্যোতিকে একত্রিত অর্থাৎ উপসংহার কর। তোমার যে অত্যন্ত সুন্দর কল্যাণতমরূপ আছে তাহা তোমার নিজ কৃপায় আমি দেখিব। কিন্তু আমি ভৃত্যের ন্যায় তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি না। কেন না ঐ যে ব্যাহৃতিরূপ অবয়বসম্পন্ন ঐ আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ (কার্যব্রহ্ম), যিনি পুরুষাকার বলিয়া অথবা যিনি প্রাণ ও বুদ্ধিরূপে নিখিল জগৎ পূর্ণ করিয়াছেন অথবা যিনি হৃদয়পুরে শয়ন করেন বলিয়া পুরুষ, তিনিই আমি॥ ১৬॥

তাৎপর্য ঃ পূর্ববর্তী মন্ত্রের প্রার্থনার রেশই বর্তমান মন্ত্রে অনুরণিত হইতেছে। তবে এই ১৬শ মন্ত্রে উপাস্য হিরণ্যগর্ভকে উদ্দেশ্য করিয়া সূর্য ইত্যাদি বিভিন্ন নামোল্লেখ করা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ স্থূল জগতের সৃষ্টি লয়ের সঙ্গে স্থিতি অর্থাৎ পালনকারী বা পোষণ করেন বলিয়া পূষা নামে অভিহিত হইয়াছেন। বৃহদারণ্যকের 'স ত্রেধাত্মানং ব্যকুরুতাদিত্যং তৃতীয়ম্' ইত্যাদি মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, হিরণ্যগর্ভ স্বীয় অখণ্ড বিরাট স্বরূপটিকে বিদলিত না করিয়াই অগ্নি বায়ু আদিত্যরূপে ত্রিধা বিহিত হইলেন। কাজেই হিরণ্যগর্ভ বা বিরাট এখানে সূর্য, অগ্নি, প্রজাপতির অপত্য এবং পরবর্তী মন্ত্রে অনিল ইত্যাদিরূপে নির্দেশিত হইতেছেন। 'সূর্য একাকী চরতি' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে তাঁহার নাম একর্ষি। সমস্ত ব্যষ্টি প্রাণিগণের নিয়ন্তা বলিয়া তিনি যম। সমুচ্চয়কারী মুমূর্ষু ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া আদিত্যরূপী হিরণ্যগর্ভকে কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন যাহাতে তাঁহার অর্থাৎ সূর্য নামীয় হিরণ্যগর্ভের দর্শনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ যে তেজ, তাহা যেন তিনি অনুগ্রহ করিয়া উপসংহৃত করেন। তবেই তাঁহার অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের যে অতি শোভনতম রূপ অর্থাৎ স্বরূপ তাহা দর্শন করা সম্ভব হইবে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটিবে। (অহংগ্রহ) উপাসনার চরমে উপাসক উপাস্যের সহিত এক বোধ করেন। তাই এখানে সমুচ্চয়কারী উপাসক, উপাস্য হিরণ্যগর্ভের সহিত নিজেকে অভিন্ন বলিয়া বোধ করিতেছেন ॥ ১৬॥

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্ ।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর ॥১৭॥

অন্বয় ঃ অথ (এক্ষণে) [সমুচ্চয়কারী আমার] বায়ুঃ (প্রাণবায়ু) অনিলম্ (মহাবায়ুস্বরূপ) অমৃতম্ (সূত্রাত্মাকে) [প্রতিপদ্যতাম্] [প্রাপ্ত হউক্]। ইদং (এই) শরীরং (শরীর) ভস্মান্তং (ভস্মীভূত) [ভবতু] [হউক]। ওঁ (প্রতীক ওঁ) ক্রতো (সঙ্কল্পাত্মক হিরণ্যগর্ভ) স্মর

([উত্তরমার্গে গমনের যোগ্য আমি তাহা] স্মরণ কর), কৃতং ([আমা কর্তৃক যাহা কিছু কর্ম ও উপাসনা] করা হইয়াছে) স্মর (তাহা স্মরণ কর)। ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর [আদরার্থে পুনর্বচন] ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ ঃ ইদানীং কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়কারী আমার প্রাণবায়ু হিরণ্যগর্ভকে প্রাপ্ত হউক। এই শরীর ভস্মীভূত হউক। হে সঙ্কল্পাত্মক হিরণ্যগর্ভ! আমার সম্বন্ধে যাহা স্মরণীয় তাহা স্মরণ কর। আমার অনুষ্ঠিত কর্ম ও উপাসনা স্মরণ কর ॥ ১৭ ॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ অথেদানীং মম মরিষ্যতো বায়ুঃ প্রাণোঽধ্যাত্মপরিচ্ছেদং হিত্বা অধিদৈবতাত্মানং সর্বাত্মকমনিলমমৃতং সূত্রাত্মানং প্রতিপদ্যতামিতি বাক্যশেষঃ। লিঙ্গঞ্চেদং জ্ঞানকর্মসংস্কৃতমুৎক্রামত্বিতি দ্রষ্টব্যম্, মার্গযাচন-সামর্থ্যাৎ। অথেদং শরীরমগ্নৌ হুতং ভস্মান্তং ভস্মাবশেষং ভূয়াৎ। ওমিতি যথোপাসনম্ ওম্ প্রতীকাত্মকত্বাৎ সত্যাত্মকমগ্ন্যাখ্যং ব্রহ্মাভেদেনোচ্যতে। হে ক্রতো সঙ্কল্পাত্মক! স্মর যৎ মম স্মর্তব্যম্, তস্য কালোঽয়ং প্রত্যুপস্থিতঃ, অতঃ স্মর। এতাবন্তং কালং ভাবিতং কৃতমগ্নে স্মর— যৎ ময়া বাল্যপ্রভৃত্যনুষ্ঠিতং কর্ম, তচ্চ স্মর। ক্রতো স্মর, কৃতং স্মরেতি পুনর্বচনমাদরার্থম্ ॥ ১৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ এখন [কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়কারী] মুমূর্ষু আমার প্রাণবায়ু অধ্যাত্ম-পরিচ্ছেদকে (স্থূলদেহকে) পরিত্যাগ করিয়া অধিদৈবতাত্মক সমষ্টিস্বরূপ বায়ুরূপ (হিরণ্যগর্ভরূপ) [আপেক্ষিক] অমৃতকে অর্থাৎ সূত্রাত্মাকে 'প্রাপ্ত হউক' এই ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে যোজনীয়। উপাসনা ও কর্মের দ্বারা শুদ্ধ এই ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর উৎক্রমণ করুক—ইহাও বুঝিয়া লইতে হইবে, কারণ যেহেতু [উত্তর] মার্গের প্রার্থনা করা হইয়াছে। অনন্তর এই [স্থূল] শরীর [সঙ্কল্পিত বিশেষ] অগ্নিতে আহুতি দানে ভস্মসাৎ হউক। শাস্ত্রবিহিত উপাসনায় ওঁ [হিরণ্যগর্ভের] প্রতীক বলিয়া সত্যাত্মক অগ্নিসংজ্ঞক [কার্য] ব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভকে [ওঁকার হইতে] অভিন্নরূপে [ওঁ] বলা হইয়াছে। হে ক্রতো অর্থাৎ সঙ্কল্পাত্মক হিরণ্যগর্ভ [সঙ্কল্পমাত্রে কার্য সম্পাদক বলিয়া]! আমার সম্বন্ধে যাহা স্মরণীয় তাহা স্মরণ কর [কারণ] তাহার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব স্মরণ কর। হে অগ্নে অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ! এতকাল পর্যন্ত [আমা কর্তৃক] উপাসনারূপে যাহা কৃত হইয়াছে তাহা স্মরণ কর এবং আমাকর্তৃক বাল্যকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে যে কর্ম তাহাও স্মরণ কর। 'ক্রতো স্মর কৃতং স্মর' এইভাবে পুনরুক্তি আগ্রহাতিশয় প্রদর্শনের জন্য ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য ঃ কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়কারী মুমূর্ষুর মৃত্যু অতি সন্নিকট হইলে হিরণ্যগর্ভের নিকট যে প্রকারে প্রার্থনা করেন তাঁহার প্রার্থনার প্রকার বর্তমান মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কর্মজনিত অধ্যাত্ম অর্থাৎ মানব শরীর হিরণ্যগর্ভের উপাসনাতে অত্যন্ত সংস্কৃত হইলে অধ্যাত্মব্যষ্টি-প্রাণাদি সকল সমষ্টি প্রাণযুক্ত হয় অর্থাৎ সূত্রাত্মা বা হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। কোন ত্রুটির ফলে যদি উক্ত স্বরূপ প্রাপ্তিতে বাধা আসে তবে হিরণ্যগর্ভের নিকট প্রার্থনায় সে বাধা অপসারিত হইবে। তাই মৃত্যু পথযাত্রী প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার প্রাণবায়ু যেন অমৃতস্বরূপ অনিল বা সূত্রাত্মাতে মিলিত হয়। হিরণ্যগর্ভ চিরন্তন না হইলেও জীবের অপেক্ষা স্থায়িত্ব অনেক অনেক বেশি বলিয়া তাঁহাকে আপেক্ষিকভাবে অমৃত বলা হইয়াছে। আর যেহেতু উত্তর মার্গের প্রার্থনা করা হইতেছে, অতএব শুধু প্রাণই নয় পরন্তু সপ্তদশ অবয়ববিশিষ্ট সূক্ষ্ম শরীরই উত্তর মার্গে যে গমন করিবে ইহা বুঝিতে হইবে। সমুচ্চয়কারী আরও প্রার্থনা করিতেছেন যে, তাঁহার স্থূল শরীরটি যেন সঙ্কল্পিত সেই অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। কারণ যাজ্ঞিকেরা সঙ্কল্পিত প্রজ্বলিত যে বিশেষ অগ্নিদ্বারা সারাজীবন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম করিয়া জীবন যাপন করেন সেই অগ্নিদ্বারা মৃত্যুর পরে তাঁহাদের স্থূলশরীরটি ভস্মীভূত হইবার বাঞ্ছা রাখেন। ক্রতু মানে সঙ্কল্প। বৃহদারণ্যকে আছে যে, হিরণ্যগর্ভ 'সোঽকাময়ত দ্বিতীয় মে আত্মা জায়েত' এই সঙ্কল্প করিয়া বেদোক্ত সৃষ্টিক্রম মনে মনে আলোচনা করিলেন। ফলে ব্যাকৃত জগৎ সৃষ্টি হইল। কাজেই সঙ্কল্পমাত্রই হিরণ্যগর্ভ জগৎ সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাকে 'ওঁ ক্রতো' অর্থাৎ ' হে ওঁকাররূপী সঙ্কল্পাত্মন্' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভ জীবের সমুদয় কর্ম জানেন বলিয়া সমুচ্চয়কারী যে যথাযথ কর্ম ও উপাসনা করিয়াছেন সেই কথা হিরণ্যগর্ভকে স্মরণ করিতে বলিতেছেন অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ যেন তাঁহাকে উত্তর মার্গে লইয়া যাইবার কথা স্মরণ করেন ॥১৭॥

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম ।। ১৮।।

অন্বয় ঃ অগ্নে (হে অগ্নি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ) ! অস্মান্ (সমুচ্চয়কারী আমাদিগকে) সুপথা (উত্তরমার্গে) রায়ে (কর্মফল অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির জন্য) নয় (লইয়া যাও)। দেব (হে দেব) বিশ্বানি (সমুদয়) বয়ুনানি (কর্ম) বিদ্বান্ (জ্ঞাতা তুমি) অস্মৎ (আমাদের হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল) এনঃ (পাপ) যুযোধি (বিযুক্ত কর); তে (তোমাকে) ভূয়িষ্ঠাম্ (বহুতর) নম-উক্তিং (নমস্কার বাক্য) বিধেম (করিতেছি) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ ঃ হে অগ্নি ! কর্ম ও উপাসনার সমুচ্চয়কারী আমাদিগকে

দেবযানমার্গে কর্মফলপ্রাপ্তির জন্য লইয়া যাও। হে দেব ! আমাদের সমুদয় কর্ম ও উপাসনার জ্ঞাতা তুমি আমাদের যাহা কিছু বঞ্চনাত্মক পাপ তাহা বিযুক্ত কর। তোমাকে বহুতর নমস্কার উক্তি করিতেছি। [মৃত্যুকালে কায়িক নমস্কারের অসামর্থ্যতার জন্য] ॥ ১৮॥

শাঙ্কর-ভাষ্যম্ ঃ পুনরন্যেন মন্ত্রেণ মার্গং যাচতে — অগ্নে নয়েতি। হে অগ্নে! নয় গময়, সুপথা শোভনেন মার্গেণ। সুপথেতি বিশেষণং দক্ষিণ-মার্গনিবৃত্ত্যর্থম্। নির্বিণ্ণোঽহং দক্ষিণেন মার্গেণ গতাগতলক্ষণেন, অতো যাচে ত্বাং পুনঃপুনর্গমনাগমনবর্জিতেন শোভনেন পথা নয় রায়ে ধনায়— কর্মফলভোগায়েত্যর্থঃ। অস্মান্ যথোক্তধর্মফলবিশিষ্টান্, বিশ্বানি সর্বাণি, হে দেব ! বয়ুনানি কর্মাণি প্রজ্ঞানানি বা বিদ্বান্ জানন্। কিঞ্চ, যুযোধি বিযোজয় বিনাশয় — অস্মৎ অস্মত্তো জুহুরাণং কুটিলং বঞ্চনাত্মকমেনঃ পাপম্। ততো বয়ং বিশুদ্ধাঃ সন্ত ইষ্টং প্রাপ্স্যাম ইত্যভিপ্রায়ঃ। কিন্তু বয়মিদানীং তে ন শক্নুমঃ পরিচর্যাং কর্তুম্ ; ভূয়িষ্ঠাং বহুতরাম্ তে তুভ্যং নম-উক্তিং নমস্কারবচনং বিধেম নমস্কারেণ পরিচরেম ইত্যর্থঃ ॥ ১৮॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ পুনরায় অন্য মন্ত্রদ্বারা মার্গ প্রার্থনা করিতেছেন — 'অগ্নে নয়' ইত্যাদি মন্ত্রে। হে অগ্নে (হিরণ্যগর্ভ)! আমাকে সুপথ অর্থাৎ শোভন মার্গ দিয়া লইয়া চল অর্থাৎ [শোভন মার্গ] প্রাপ্ত করাও। সুপথা এই বিশেষণটি দক্ষিণ মার্গের প্রতিষেধার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আমি গমনাগমনরূপ দক্ষিণমার্গে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইয়াছি। সেইজন্য তোমাকে (হিরণ্যগর্ভকে) প্রার্থনা করিতেছি যে, রায়ে অর্থাৎ [মৎকৃত] কর্মফল ভোগের নিমিত্ত (অর্থাৎ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত) পুনঃপুনঃ গমনাগমনবর্জিত উত্তম পথে আমাকে লইয়া যাও। [কারণ যেহেতু] হে দেব! শাস্ত্রবিহিত ধর্মের ফলবিশিষ্ট আমাদিগের সমুদয় কর্ম বা উপাসনাকে তুমি বিদিত আছ। আর আমাদের হইতে জুহুরাণ মানে কুটিল [আপাতমধুর পরিণামে ক্লেশপ্রদ] অর্থাৎ বঞ্চনাত্মক পাপ যুযোধি মানে বিযুক্ত কর অর্থাৎ বিনাশ কর। তাহা [কৃত] হইলে আমরা বিশুদ্ধ হইয়া অভীপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত হইব এই অভিপ্রায়। কিন্তু আমরা এখন তোমার পরিচর্যা (সেবা) করিতে পারিতেছি না। [এইজন্য] (আমরা তোমার উদ্দেশে) ভূয়িষ্ঠ অর্থাৎ বহুতর নমস্কার উক্তি মানে নমস্কার বচন করিতেছি অর্থাৎ নমস্কার দ্বারাই পরিচর্যা করিতেছি ॥ ১৮॥

তাৎপর্য ঃ অন্তিম মন্ত্রে সমুচ্চয়কারী পুনরায় অগ্নি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের নিকট শোভন পথ অর্থাৎ উত্তরমার্গ প্রাপ্তির জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। 'কর্মণা পিতৃলোকঃ' অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রীয় কর্মানুষ্ঠানের ফলে দক্ষিণমার্গে পিতৃলোকাদিতে গমন হয় কিন্তু কর্মফলভোগ সমাপ্ত হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। আর 'বিদ্যয়া দেবলোকঃ' অর্থাৎ উপাসনা বা কর্ম সমুচ্চিত উপাসনার ফলে উত্তরমার্গ অবলম্বনে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। মহাপ্রলয় পর্যন্ত অতি দীর্ঘকালস্থায়ী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মলোকবাসিগণ শরীর ও মানসদুঃখ বিবর্জিত হইয়া অবস্থান করে এবং অনেকে ক্রমমুক্তি লাভ করে। কাজেই সমুচ্চয়কারী প্রার্থনা করিতেছেন যে, এহেন উত্তমমার্গে আজীবন কর্ম ও উপাসনা হেতু ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ ফলভোগের জন্য তাঁহাকে তিনি সেই লোকে যেন লইয়া যান, কারণ হিরণ্যগর্ভ সকলের দ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম উপাসনা প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত আছেন। আর কোন পাপ অর্থাৎ ত্রুটির ফলে যদি সেই যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি হয় তবে হিরণ্যগর্ভ যেন কৃপা করিয়া তাঁহাকে ত্রুটিমুক্ত করিয়া নেন। সমুচ্চয়কারীর শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি ক্রমশঃ অবশ হইয়া আসিতেছে। কাজেই তিনি তাঁহার উপাস্যকে আর কায়িক প্রণাম করিতে পারিতেছেন না। নমস্কারবচনের দ্বারাই প্রণাম জানাইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতেছেন ॥ ১৮॥

ভাষ্যোপসংহারঃ ঃ "অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।" "বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা অসম্ভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে" ইতি শ্রুত্বা কেচিৎ সংশয়ং কুর্বন্তি, অতস্তন্নিরাকরণার্থং সংক্ষেপতো বিচারণাং করিষ্যামঃ। তত্র তাবৎ কিন্নিমিত্তঃ সংশয় ইত্যুচ্যতে। বিদ্যাশব্দেন মুখ্যা পরমাত্মবিদ্যৈব কস্মাৎ ন গৃহ্যতেঽমৃতত্বঞ্চ? ননূক্তায়াঃ পরমাত্মবিদ্যায়াঃ কর্মণশ্চ বিরোধাৎ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ। সত্যম্, বিরোধস্তু নাবগম্যতে, বিরোধাবিরোধয়োঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বাৎ। যথা অবিদ্যানুষ্ঠানং বিদ্যোপাসনঞ্চ শাস্ত্রপ্রমাণকম্, তথা তদ্বিরোধাবিরোধাবপি। যথা চ "ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি" ইতি শাস্ত্রাদবগতং পুনঃ শাস্ত্রেণৈব বাধ্যতে, "অধ্বরে পশুং হিংস্যাৎ" ইতি, এবং বিদ্যাবিদ্যয়োরপি স্যাৎ। বিদ্যাকর্মণোশ্চ সমুচ্চয়ো ন "দূরমেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতিজ্ঞাতা" (কঃ উঃ ১।২।৪) ইতি শ্রুতেঃ। "বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ" ইতিবচনাদবিরোধ ইতি চেৎ, ন; হেতু-স্বরূপ-ফলবিরোধাৎ। বিদ্যাবিদ্যা-বিরোধাবিরোধয়োর্বিকল্পাসম্ভবাৎ সমুচ্চয়-বিধানাদবিরোধ এবেতি চেৎ, ন; সহসম্ভবানুপপত্তেঃ। ক্রমেণৈকাশ্রয়ে স্যাতাং বিদ্যাবিদ্যে ইতি চেৎ, ন; বিদ্যোৎপত্তৌ অবিদ্যায়া হ্যস্তত্বাৎ তদাশ্রয়েঽবিদ্যানুপপত্তেঃ। ন হ্যগ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশশ্চেতি-বিজ্ঞানোৎপত্তৌ যস্মিন্নাশ্রয়ে তদুৎপন্নং, তস্মিন্নেবাশ্রয়ে শীতোঽগ্নিরপ্রকাশো বেত্যবিদ্যায়া উৎপত্তিঃ, নাপি সংশয়োঽজ্ঞানং বা। "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি শোকমোহাদ্যসম্ভব-

শ্রুতেঃ। অবিদ্যাসত্ত্বাত্তদুপাদানস্য কর্মণোহপ্যনুপপত্তিমবোচাম। 'অমৃতমশ্নুত' ইত্যাপেক্ষিকমমৃতম্। বিদ্যাশব্দেন পরমাত্মবিদ্যাগ্রহণে হিরণ্ময়েন ইত্যাদিনা দ্বারমার্গাদিযাচনমনুপপন্নং স্যাৎ। তস্মাৎ যথার্ব্যাখ্যাত এব মন্ত্রাণামর্থ ইত্যুপরম্যতে ॥১৮॥

ভাষ্যানুবাদ ঃ 'অবিদ্যা (কর্ম) দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যা (দেবতাজ্ঞান) দ্বারা অমৃত লাভ করেন'; 'বিনাশ (কার্যব্রহ্মোপাসনা) দ্বারা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অসম্ভূতি (অব্যক্তোপাসনা) দ্বারা অমৃতত্বপ্রাপ্ত হন'; এই প্রকার উক্তি শুনিয়া কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব সেই সংশয় নিরসনের জন্য আমরা সংক্ষেপে বিচার করিব। এখন সংশয় কি জন্য হয় তাহা বলা হইতেছে। {সংশয়} বিদ্যা শব্দের দ্বারা মুখ্য পরমাত্মবিদ্যা তথা অমৃত শব্দের দ্বারা মুখ্য অমৃতত্ব (অর্থাৎ মুক্তি) কেন গৃহীত হয় না ? {উত্তর} উক্ত পরমাত্মবিদ্যা এবং কর্মের পরস্পর বিরুদ্ধতার জন্য ইহাদের সমুচ্চয় হয় না। {সংশয়} ঠিক কথা। কিন্তু বিরোধ তো বোধ হইতেছে না। [আর] বিরোধ ও অবিরোধ তো শাস্ত্র প্রমাণ হইতেই জানা যায়। যেমন অবিদ্যার (কর্মের) অনুষ্ঠান ও বিদ্যার উপাসনা শাস্ত্র প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হয় সেইরূপ তাহাদের বিরোধ এবং অবিরোধও [শাস্ত্র প্রমাণ হইতে সিদ্ধ] হইয়া থাকে। যথা 'কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না' এই কথা শাস্ত্র হইতেই জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই আবার 'যজ্ঞে পশুহিংসা করিবে' এইভাবে শাস্ত্রবিধি দ্বারাই বাধিত হইয়া যায়। [কাজেই] বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম) সম্বন্ধেও এইভাবে হইবে। {উত্তর} বিদ্যা (আত্মতত্ত্ব) ও কর্মের সমুচ্চয় হয় না। কারণ [কঠ] শ্রুতি বলেন 'বিদ্যা ও অবিদ্যা বিপরীত ফলপ্রদ ও অত্যন্ত বিরুদ্ধ'। {সংশয়} কিন্তু 'বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ' এই [ঈশশ্রুতির] বাক্যানুসারে ইহাদের অবিরোধ অর্থাৎ সহানুষ্ঠান সমর্থিত হয় না ? {উত্তর} না। [উভয়ের] হেতু স্বরূপ ও ফলেতে বিরোধ আছে। {সংশয়} বিদ্যা ও অবিদ্যার বিরোধ ও অবিরোধের বিকল্প ব্যবস্থা সম্ভব না হওয়ার জন্য [বিদ্যা এবং কর্ম, ভাব ও অভাবরূপ সিদ্ধ বস্তু, ক্রিয়া নয় বলিয়া বিকল্প হয় না] এবং সমুচ্চয়ের বিধান [এই উপনিষদে] থাকায় ইহাদের অবিরোধই আছে। {উত্তর} না। কারণ [উভয়ের] একসঙ্গে সম্ভব অর্থাৎ একত্র অবস্থান হয় না। {সংশয়} এক আশ্রয়ে অর্থাৎ একই ব্যক্তিতে পৌর্বাপর্যক্রমে যদি আত্মতত্ত্ব এবং কর্ম অবস্থান করে অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হয় ? {উত্তর} [এক আশ্রয়ে আগে কর্ম অতঃপর জ্ঞান উৎপত্তি সম্ভব কিন্তু পূর্বে বিদ্যা উৎপন্ন হওয়ার পর আবার কর্মানুষ্ঠান বলিলে] না । কারণ বিদ্যা উৎপন্ন হইলে অবিদ্যা নাশ হয় বলিয়া সেই আশ্রয়ে আর অবিদ্যার উৎপত্তি হয় না। অগ্নি 'উষ্ণ ও প্রকাশশীল' এই জ্ঞান উৎপন্ন হইলে যে আশ্রয়ে অর্থাৎ পুরুষে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে সেই পুরুষে

'অগ্নি শীতল ও প্রকাশবিহীন' এই প্রকার অবিদ্যার উৎপত্তি হয় না অথবা এই বিষয়ে কোন সংশয় বা ভ্রম থাকে না। 'যে সময় সর্বভূতই আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি আর মোহই বা কি?' এই শ্রুতিতে জ্ঞানীর শোকমোহাদি (অর্থাৎ অবিদ্যা) অসম্ভব বলা হইয়াছে। [আত্মৈকদর্শীর অজ্ঞান সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ায়] অবিদ্যা অসম্ভব বলিয়া তাহা (অবিদ্যা) যাহার উপাদান সেই কর্মেরও অসিদ্ধি হয়—ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। এখানে 'অমৃতমশ্নুতে' এই বাক্যের অমৃত পদটি আপেক্ষিক অমৃত, [মুক্তি নয়]। আর শ্লোকস্থ বিদ্যা শব্দের পরমাত্মবিদ্যা গ্রহণ করিলে 'হিরণ্ময়েন' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মার্গাদির প্রার্থনা অযৌক্তিক হইয়া যায় [কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীর কোথাও গমন হয় না]। এইজন্য যেভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে সেই প্রকারই মন্ত্রগুলির অর্থ—এই বলিয়া বিরত হইতেছি ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য ঃ ভাষ্যকার ঈশোপনিষদের মন্ত্রব্যাখ্যা কালে বিদ্যা শব্দের অর্থ উপাসনা, অবিদ্যা শব্দের অর্থ কর্ম, এবং অমৃতত্ব শব্দের অর্থ আপেক্ষিক অমৃতত্ব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অবিদ্যা শব্দের অর্থ কর্ম স্বীকারে আপত্তি না থাকিলেও বিদ্যা শব্দের মুখ্য অর্থ পরমাত্মবিদ্যা বা আত্মতত্ত্বের পরিবর্তে উপাসনা এবং অমৃতত্ব শব্দের মুখ্য অর্থ স্বরূপস্থিতিরূপ মোক্ষের পরিবর্তে আপেক্ষিক অমৃতত্ব গ্রহণে পূর্বপক্ষীর আপত্তি ও সংশয় প্রকাশ পাইতেছে। সংশয় সমাধানে সিদ্ধান্তী বলেন যে, যেহেতু বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয়ের উল্লেখ আছে কাজেই বিদ্যা শব্দের অর্থ এখানে পরমাত্মবিদ্যা বুঝাইতে পারে না। কারণ পরমাত্মবিদ্যার সহিত অত্যন্ত বিপরীত কর্মের সমুচ্চয় সম্ভব নয়। আর বিদ্যা অর্থ উপাসনা হইলে, বিদ্যা ও কর্মের সমুচ্চয়ে মুক্তির কথা শাস্ত্রীয় নয় বলিয়া অমৃতত্ব শব্দে মুক্তির পরিবর্তে আপেক্ষিক অমৃতত্বের ব্যবহার। এখন যদি বলা হয় যে, কাহার সহিত কিসের বিরোধ এবিষয়ে তো শাস্ত্রই প্রমাণ। কাজেই সেই শাস্ত্রই যদি সমুচ্চয়ের বিধান দিয়া থাকেন তবে বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যা ও অবিদ্যার বিরোধ নাই। শাস্ত্রে যেখানে বিরোধের কথা আছে সেখানে বিরোধ এবং যেখানে বিরোধের কথা নাই সেখানে অবিরোধ বুঝিতে হইবে। আর শাস্ত্রের সাধারণ বিধিটি বিশেষ বিধিদ্বারা বাধিত হইয়া যায়। যেমন 'কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না' এই সাধারণ বিধিটি 'যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে' এই বিশেষ বিধিদ্বারা বাধিত হয়। কাজেই কঠোপনিষদের 'দূরমেতে বিপরীতে' ইত্যাদি শ্লোকে বিদ্যা ও অবিদ্যা অত্যন্ত বিপরীত ইহা বলা হইলেও এই ঈশোপনিষদের 'বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চ' ইত্যাদি সমুচ্চয় প্রতিপাদক শ্লোক দ্বারা ইহারা অবিরোধী, এই ভাবে আপত্তিও যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ তাহা হইলে উভয়ের হেতু, স্বরূপ ও ফলের বিরোধ উপস্থিত হয়। কারণ কামনা ও কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ভ্রান্ত জ্ঞান অবিদ্যা অর্থাৎ কর্মের হেতু আর কর্তা ভোক্তা ইত্যাদি জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠানই কর্মের স্বরূপ। কিন্তু বিদ্যার হেতু ও স্বরূপ এবম্বিধ লক্ষণের

সম্পূর্ণ বিপরীত। আর কর্মের ফল স্বর্গাদি অনিত্য পদার্থ, কিন্তু বিদ্যার ফল সর্বসংসার নিবৃত্তি। এই প্রকার সমাধানের বিরুদ্ধে যদি বলা হয় যে — শ্রুতির প্রামাণ্য রক্ষার জন্য অনেক সময় দুইটি বিরুদ্ধ পক্ষের বিকল্প করিতে হয়। যেমন 'সূর্য উদিত হইলে হোম করিবে', 'সূর্য উদিত না হইলে হোম করিবে' ইত্যাদি। এখন হোমটি হইতেছে ক্রিয়া এবং ক্রিয়া কর্তার অধীন বলিয়া কর্তা তাহা করিতেও পারে, না-ও করিতে পারে অর্থাৎ বিকল্প সম্ভব। কিন্তু বস্তুতে কোন বিকল্প হয় না। এই বিদ্যা ও অবিদ্যা , ভাব ও অভাবরূপ পদার্থ। কাজেই ইহারা সিদ্ধবস্তু বলিয়া ইহাদের বিকল্প হয় না, ক্রিয়াতেই বিকল্প হয়। সুতরাং বিদ্যা ও অবিদ্যার বিকল্প ব্যবস্থা যখন সম্ভব নয় অথচ এই উপনিষদে যেহেতু সমুচ্চয় বিহিত হইয়াছে কাজেই উহাদের বিরোধ নাই। সুতরাং উহাদের সমুচ্চয়েও কোন বাধা নাই। এই প্রকার আপত্তিতে সিদ্ধান্তী বলেন যে, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিদ্যা ও অবিদ্যা পরস্পর বিপরীত স্বভাব! সুতরাং উভয়ের একত্র অবস্থান হইতেই পারে না। আবার যদি আপত্তি করা হয় যে বিদ্যা ও অবিদ্যার যুগপৎ একই পুরুষে অবস্থান স্বীকার না করিলেও পৌর্বাপর্যক্রমে একই পুরুষে উহাদের অবস্থান তো স্বীকার করা যাইতে পারে। এইরূপ আপত্তিতে সিদ্ধান্তীর জিজ্ঞাস্য যে, কর্মানুষ্ঠানের পর জ্ঞানের ক্রম মানিলে ইহাতে মতানৈক্যের তো কোন কারণ থাকে না কারণ কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি তো সিদ্ধান্তীর অভিপ্রেত। কিন্তু জ্ঞানের পর সেই পুরুষে কর্মানুষ্ঠান বলিলেই আপত্তি। কেন না যাঁহার বিদ্যালাভ হইয়াছে তাঁহার তো আর কোনদিন অবিদ্যা স্পর্শ হইবে না। অগ্নি 'উষ্ণ ও প্রকাশশীল' এই জ্ঞান যিনি সম্যক লাভ করিয়াছেন তাঁহার যেমন অগ্নি শীতল ও প্রকাশবিহীন, এই ধারণা আর হইতে পারে না; ঠিক সেইরকম যিনি শোকমোহরূপ অবিদ্যা অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে আর ভেদমূলক কর্ম অসম্ভব। অর্থাৎ আত্মৈকত্বদর্শীর অজ্ঞান সম্পূর্ণ নাশ হওয়ার ফলে অজ্ঞানমূলক কর্মানুষ্ঠান, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি অভিমান আর সম্ভবপর হয় না। এই উপনিষদে 'অমৃতমশ্নুতে বাক্যস্থিত অমৃত পদটি উপাসনাদ্বয়ের সমুচ্চয়ের ফলে প্রকৃতিলীন, কর্ম ও উপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি' প্রভৃতি ফলকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে। আর বিদ্যা শব্দের অর্থ পরমাত্ম বিজ্ঞান নহে, দেবতাবিজ্ঞান অর্থে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ আত্মজ্ঞ পুরুষের দেহত্যাগান্তে দেবযান মার্গ দিয়া গমন কখনই প্রার্থিত হইতে পারে না। কারণ ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহত্যাগের পর কোথাও গমন হয় না। তাঁহার সূক্ষ্মশরীর ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। কাজেই বিদ্যা শব্দের অর্থ দেবতাজ্ঞান বা উপাসনা এবং অমৃত শব্দের অর্থ আপেক্ষিক অমৃত গ্রহণ যথাযথই হইয়াছে ॥১৮॥

॥ সমাপ্তেয়ং ঈশোপনিষৎ ॥

॥ ওঁ তৎ সৎ ওঁ ॥

উদ্বোধন প্রকাশনার কয়েকটি পুস্তক

শ্রীমদ্‌ভাগবত-সার

পঞ্চীকরণম্‌

আত্মানাত্মবিবেকঃ

পাতঞ্জল যোগসূত্র

সনৎ-সুজাতীয়-সংবাদ

গীতা-সার-সংগ্রহ

অষ্টাবক্র গীতা

ফলিত বেদান্ত

ফলিত বেদান্ত

বৈরাগ্যশতকম্‌

ভক্তিরত্নাবলী

বেদান্ত-সংজ্ঞা-মালিকা

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা – ৩

www.udbodhan.org
@ baghbazar.publication@rkmm.org

মূল্য ঃ ২০.০০

Ishopanisad
₹ 20.00